পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ৩৩০৬/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ১৩.০৬.২০১২

প্রেরক:
সৌরভ কুমার দাস
প্রধান সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক:
প্রধান,

..... **গ্রাম পঞ্চায়েত,**

ব্লক: .....

জেলা: .....

বিষয়: গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

মহাশয়/মহাশয়া ,

মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপুল দায়িত্ব আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতকে পালন করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতও পালন করে এসেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ (বিশেষ করে দরিদ্রতম বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ) আস্তে আস্তে আরও বেশি করে তাঁদের চাহিদা ও প্রয়োজন পঞ্চায়েতের কাছে তুলে ধরার মধ্য

দিয়ে পঞ্চায়েতমুখী হয়েছেন ও হচ্ছেন। এই চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি দ্রুত মেটানোর মধ্য দিয়ে আপনার পঞ্চায়েতও অন্য সকলের মতো ক্রমশ আরও বেশি করে জনমুখী পঞ্চায়েতে পরিণত হচ্ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় আমরা কতটা এগোতে পারলাম তা বোঝার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হলো স্বমূল্যায়ন। ছয় বছর আগে এটি প্রথম শুরু হয় এবং গত পাঁচবারে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অভিনন্দন জানাই। জেলা ও ব্লকস্তরের যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এই প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বোঝাতে সাহায্য করেছেন অভিনন্দন জানাই তাঁদেরকেও। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি (দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা ব্যতিরেকে) এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলেন ও সেই সংক্রান্ত নম্বরগুলি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন।

গত ছয় বছরের মতো এবছরও গ্রাম পঞ্চায়েতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে একত্র করে এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি আছে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলির উত্তর লিখবেন। সেই উত্তর অনুযায়ী ঐ প্রশ্নে নিজেকে নম্বর দিতে হবে। কীভাবে নম্বর দেবেন তা বলা আছে প্রত্যেক প্রশ্নের 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এ। এছাড়াও যে প্রশ্নগুলিতে ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেখানে প্রশ্নের পাশে ছোট হরফে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। উত্তর দেওয়ার আগে সেগুলি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। এইভাবে নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করলে আপনি ও আপনার সহকর্মীরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন সবচেয়ে ভালো অবস্থায় (সর্বোচ্চ নম্বর) পৌঁছাতে এখনো কী কী ঘাটতি আছে। এই ঘাটতিগুলির কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা আছে। ভাল নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভাল নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বরটিকেই ভাল নম্বর হিসাবে ধরা যেতে পারে)। একেকটি প্রশ্নে এই ভাল নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে গ্রাম পঞ্চায়েত যে নম্বরটিকে ভাল নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভাল নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটির বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরের কোনো কারণ হলে সেটিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে পঞ্চায়েতের পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য আছে তা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেইজন্য 'এক নজরে গ্রাম পঞ্চায়েত' শীর্ষক একটি ফর্ম রাখা হয়েছে ৬ নম্বর পাতায়। এগুলিও যথাযথভাবে পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

এইভাবে সবকটি প্রশ্নের মূল্যায়ন করলে বেশ কিছু ভাল বা শক্তির দিক যেমন বেরিয়ে আসবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিও চিহ্নিত হবে। এই শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে আপনারা ভবিষ্যতে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারবেন। সেজন্যই এই মূল্যায়ন - যা একমাত্র আপনাদের গ্রাম পঞ্চায়েতই করতে পারে শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে - তাই স্বমূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরি হবে তা আগামী দিনে আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। এছাড়াও এই প্রতিবেদনটি থেকে আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্বলতার যে কারণগুলি বেরিয়ে আসবে, আমাদের তরফ থেকেও সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাস্তব অবস্থার সঠিক চিত্র পেলে তবেই ঘাটতিগুলি বোঝা যাবে তাই এই কাজটি সতর্কতা ও সততার সঙ্গে করা হবে বলে আশা করি। গত বছর অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মূল্যায়ন করেছিলেন। আশা করি এই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকবে এবং খুব অল্প সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত যাঁরা গতবছর নিজেদেরকে একটু বেশি নম্বর দিয়েছিলেন তাঁরাও এবারে সুন্দরভাবে এই মূল্যায়নটি করবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় ২০১১-১২ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ৩১শে মার্চ, ২০১২তারিখে (কোনো প্রশ্নে অন্য কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকলে) গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রতিটি প্রশ্ন কোন উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত তা উল্লেখ করা আছে প্রত্যেক পাতার শেষ লাইনে। এগুলিকে একত্রিত করে সমগ্র প্রতিবেদনে এক-একটি উপ-সমিতির এক্তিয়ারে মোট যে যে প্রশ্নগুলি আছে তা উল্লেখ করা আছে ৫৭ পাতায়। প্রতিটি উপ-সমিতি তার সভায় ঐ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে উত্তর ও নম্বর দেবেন এবং ভাল নম্বর না পেলে তার কারণ উল্লেখ করবেন। তারপর পাঁচটি উপ-সমিতির দেওয়া উত্তর ও নম্বর এবং উল্লেখ করা কারণগুলিকে একত্রিত করে তার উপরে গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধিত সাধারণ সভায় (সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, কর্মচারী, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি, গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রতিনিধি, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিনিধি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের প্রতিনিধি, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে) সকলে মিলে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে চূড়ান্ত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবেন। পাঁচটি উপ-সমিতির সভায় ও বর্ধিত সাধারণ সভায় আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে এই মর্মে প্রতিটি উপ-সমিতির সঞ্চালককে ও প্রধানকে ৫৭ পাতার ফর্মে শংসাপত্র দিতে হবে সভার তারিখ সহ।

প্রতিবেদনটি দুটি কপিতে পূরণ করবেন এবং একটি নিজেদের কাছে রেখে অন্যটি **৩১শে আগস্ট,২০১২-এর মধ্যে** সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন।

প্রতিবেদনটি দুটি ভাগে রাখা হয়েছে – (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার। এই দুটি ভাগে আলাদা করে যে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পান তাদেরকে একটি উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হয়ে থাকে।আশা করা যায় এবারেও তার ব্যত্যয় হবে না। অবশ্য এই তহবিল দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরের যথার্থতা পরীক্ষিত হবে। কিছু প্রশ্ন বেছে নিয়ে তার নম্বর যাচাই করা হবে এবং একটি বিভাগে বাছাই করা প্রশ্নগুলির মোট নম্বর যাচাইয়ের পর যেভাবে পরিবর্তিত হবে ঐ বিভাগে গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট প্রাপ্ত নম্বরও একই হারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা এই বিভাগ থেকে পরে পাঠানো হবে। ৩১শে আগস্টের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন ব্লকে জমা না পড়লে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত এই তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না।

এবারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলির সাথে গত বারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন গত ১ বছরে কতটা অগ্রগতি হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক কাজকর্মে। উপ-সমিতিগুলিকে তার এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কী অগ্রগতি হল তা নিয়ে বিভিন্ন সভায় আলোচনা করতে অনুরোধ জানাই। এই আলোচনার ভিত্তিতেই বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে যাতে করে আগামী দিনে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম আরও উন্নত হয়।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের জন্য। তাই আগামীদিনে এই প্রতিবেদনের চেহারা কী রকম হবে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আগামী বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনাদের মতামত চাওয়া হয়েছে ৫৮ পাতায়। এটিতে আপনাদের প্রস্তাব জানাতে অনুরোধ করি। গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য যে কোনও স্তরের জনপ্রতিনিধি বা আধিকারিকরাও এই ৫৮ পাতার ফর্মে তাঁদের মতামত

পাঠাতে পারেন। গত এক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি জানতে চাওয়া হয়েছে ৫৯ পাতায়। এই রকম সামগ্রিক তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিও পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

আশা রাখি বিষয়টিকে আপনারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এটি ভাবা হয়েছে তা সফল করবেন। সমগ্র প্রয়াসটি আপনাদের উপকারে লাগবে এই আশা রাখি।

আপনার বিশ্বস্ত,

(সৌরভ কুমার দাস)

স্মারক নং : ৩৩০৬/ ১(১০)/পি.এন/ও/ ১/৪এ- ১/০৬ তারিখ : ১৩.০৬.২০১২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৪. জেলা শাসক, ... জেলা (সকল)।

৫. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৬. মহকুমা শাসক, ... মহকুমা (সকল)।

৭. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।
অনুলিপি সকল মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৮. সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)।

৯. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক .... ব্লক (সকল)।

১০. এই বিভাগের সকল শাখা।

(দিলীপ কুমার পাল)
যুগ্ম সচিব

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

কেন এই মূল্যায়ন?

সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং বিপুল দায়িত্বের কারণে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব এই মুহূর্তে অপরিসীম। স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। অর্থাৎ, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মের ফলে এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার মানের যেমন উন্নতি ঘটবে তেমনই শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতেও এলাকার অবস্থার উন্নতি হবে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে শক্তিশালী একটি গ্রাম পঞ্চায়েতই পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিয়ে এই দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত তখনই শক্তিশালী যখন সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের (বিশেষ করে দুর্বলতম মানুষের) চাহিদা ও প্রয়োজনকে সম্মান দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে জনমুখী করে তুলতে পারে। অর্থাৎ, গ্রাম পঞ্চায়েত এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে যেখানে সাধারণ মানুষ (বিশেষ করে দুর্বল, অবহেলিত মানুষ) তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন পঞ্চায়েতের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতমুখী হবেন এবং এরই পরিপূরকভাবে পঞ্চায়েত এই চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি দ্রুত মেটানোর মধ্য দিয়ে নিজেকে জনমুখী করে তুলবে। এই প্রক্রিয়াটি এমনভাবে হবে যাতে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটির মনেও গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি হয় যে এই পঞ্চায়েত তাঁর কথা ভাবে, বিপদে-আপদে তাঁর পাশে দাঁড়ায় এবং প্রকৃত অর্থেই এটি তাঁর পঞ্চায়েত।

গ্রাম পঞ্চায়েত এইরকম শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান তখনই হয়ে উঠতে পারে যখন এলাকার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে এবং এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য তার পরিচালন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে সে সচেতন থাকে। অর্থাৎ যখন গ্রাম পঞ্চায়েত তার দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থা ও এই ব্যবস্থার হাত ধরে যে পরিষেবা এলাকার মানুষকে দেওয়া হয় তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে। সচেতন থাকার জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকা প্রয়োজন। এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তির দিকগুলিকে যেমন উদ্ভাসিত করবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিকেও চিহ্নিত করে তাকে সতর্ক করে দেবে – এইভাবে সামগ্রিক উন্নতির একটা দিশা পাওয়া যাবে। এইভাবে শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে নিজের দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। নিজের বাস্তব অবস্থা জানার পাশাপাশি এই মূল্যায়ন গ্রাম পঞ্চায়েতকে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাপেক্ষে তার অবস্থা বুঝিয়ে দেবে। সারা রাজ্যের মধ্যে, নিজের জেলার মধ্যে বা নিজের ব্লকের মধ্যে তার অবস্থান কোথায় তা বোঝা যাবে এই মূল্যায়নের মাধ্যমে। সেজন্যই এই মূল্যায়ন – যা একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই করতে পারে শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে – তাই স্বমূল্যায়ন। মনে রাখতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এটি কোনো সাধারণ তথ্য ভর্তি করার ফর্ম নয় – নিজের অবস্থা নিজেই জেনে সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য এটি একটি হাতিয়ার। এই মূল্যায়ন করার মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান অবস্থার একটি সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরি হবে এবং যার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার দিশা ঠিক করতে পারবে।

এর পাশাপাশি সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্যগুলি সংকলিত হয়ে যখন একটি রাজ্যস্তরের তথ্যভিত্তি তৈরি হবে তখন তার থেকে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসবে যা আগামী দিনে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

এক নজরে গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েত : টেলিফোন নম্বর (STD কোড সহ) : e-mail id:

ব্লক : জেলা :

(১) ডাক যোগাযোগের ঠিকানা (পিন কোড সহ) –

(২) জনসংখ্যা ও সাক্ষরতা বিষয়ক

সূচক	২০১১ (জনগণনা)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
(ক) জনসংখ্যা			
(খ) তফসিলি জাতির জনসংখ্যা			
(গ) তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা			
(ঘ) সংখ্যালঘু জনসংখ্যা [অর্থাৎ হিন্দু ছাড়া অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা]			
(ঙ) সাক্ষরতার হার [= সাক্ষর জনসংখ্যা ÷ (মোট জনসংখ্যা – ০ থেকে ৬ বছর বয়সী জনসংখ্যা)]			

নীচের (৩) থেকে (৫) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি ৩১.৩.২০১২ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(৩) পরিবারের সংখ্যা : তফসিলি জাতি – তফসিলি উপজাতি – সংখ্যালঘু সম্প্রদায় – অন্যান্য – মোট –

(৪) পরিবারগুলির আয়ের মূল উৎস (কতগুলি পরিবার প্রধানত এই সব উৎসগুলি থেকে আয় করেন) : কৃষি (পশপাখী ও মাছচাষ সহ) – শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ) – ব্যবসা – পরিষেবা (শিক্ষকতা, চাকরি ইত্যাদি) – অন্যান্য –

(৫) পরিবারগুলির বাসগৃহের প্রকৃতি (কতগুলি পরিবারের বাড়ি এই ধরণের) : পাকা বাড়ি – আংশিক পাকা বাড়ি – ভাল কাঁচা বাড়ি – দুর্বল কাঁচা বাড়ি – ঝুপড়ি ঘর (নিজের জমিতে) – ঝুপড়ি ঘর (দখলি/অনুমতি দখলি জমিতে) – বাড়ি নেই, অন্যের আশ্রয়ে থাকেন

(৬) ভোটারের সংখ্যা (১.১.২০১২ তারিখের নির্বাচক তালিকা অনুযায়ী) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

নীচের (৭) থেকে (১৩) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি ৩১.৩.২০১২তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(৭) গ্রাম সংসদের সংখ্যা – (৮) কতগুলি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে – (৯) কতগুলি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে –

(৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা : সাধারণ (পুরুষ) – , সাধারণ (মহিলা) – , তফসিলি জাতি (পুরুষ) – , তফসিলি জাতি (মহিলা) – , তফসিলি উপজাতি (পুরুষ) – , তফসিলি উপজাতি (মহিলা) – , মোট (পুরুষ) – , মোট (মহিলা) – , সর্বমোট –

(৯) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিদ্যুৎ আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না না থাকলে জেনারেটর ব্যবহার হয় কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

(১০) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে টেলিফোন আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না(১১) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ফ্যাক্স আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

(১২) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কম্পিউটার আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না হ্যাঁ হলে ক'টি – তার মধ্যে ক'টি ব্যবহার হচ্ছে –
কোন কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে (✓ দিন)? (১) এন.আর.ই.জি.এস. (২) জি.পি.এম.এস. (৩) অফিসের বিভিন্ন তথ্য রাখা ও চিঠিপত্র করা (৪) অন্যান্য।
ব্যবহারে কি অসুবিধা হচ্ছে (যদি হয়)?

(১৩) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা

১. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০১১)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে গত বারের সংসদ সভা হয়েছে		১০০% সংসদে হলে **২**, ৯০-৯৯% সংসদে হলে **১** এবং ৯০%-এর কম সংসদে হলে **০**	২		১. একাধিক সভায় কোরাম হয় নি। ২. প্রথম সভায় কোরাম হয় নি এবং তার পরে অন্য কাজের চাপে আর সভা ডাকা যায় নি। ৩. সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন নি বলে সভা হতে পারে নি। ৪. সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ার ফলে সভা বন্ধ হয়ে যায়। ৫. কোনো কারণে সভা ডাকা যায়নি (কারণ উল্লেখ করুন) - ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) গত গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিতির হার [সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট উপস্থিতি ÷ সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট ভোটার সংখ্যা]		৪০% বা তার বেশি হলে **৯**, ৩০-৩৯% হলে **৮**, ২৫-২৯% হলে **৭**, ২০-২৪% হলে **৬**, ১৮-১৯% হলে **৫**, ১৬-১৭% হলে **৪**, ১৪-১৫% হলে **৩**, ১২-১৩% হলে **২**, ১১% হলে **১**, ১০% হলে **০**, ৮-৯% হলে **-১** এবং ৮%-এর কম হলে **-২**	৯		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সবাই ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী মানুষ সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. সভার জন্য যে সময় ঠিক করা হয়েছিল, সেই সময়ে সকলে কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সভায় লোক হয়নি। ৪. গ্রাম সংসদের আলোচ্য বিষয় বেশি মানুষকে প্রভাবিত করে না। ৫. সংসদ সভায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় তা সাধারণ মানুষ খুব ভালো বুঝতে পারেন না। ৬. সাধারণ মানুষ সংসদ সভায় আলোচনার সুযোগ তেমনভাবে পান না। ৭. সংসদ সভায় শুধু আলোচনাই হয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ৮. সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উপস্থিত হন না বলে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ৯. সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই সিদ্ধান্তে এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় না। ১০. সংসদ সভায় কিছু তালিকা তৈরি হয়, কোনো অগ্রাধিকার নিরূপণ হয় না। ১১. সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রাধিকার নিরূপণ হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) গত গ্রাম সংসদ সভায় মোট উপস্থিতের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতির হার [সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট মহিলা উপস্থিতি ÷ সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট মহিলা ভোটার সংখ্যা]]		৫০% বা তার বেশি হলে **৯**, ৪০-৪৯% হলে **৮**, ৩০-৩৯% হলে **৬**, ২০-২৯% হলে **৪**, ১০-১৯% হলে **২** এবং ১০ শতাংশের কম হলে **০**	৯		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সমস্ত মহিলারা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী মহিলারা সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. মহিলারা প্রকাশ্য সভায় আসতে পছন্দ করেন না। ৪. এলাকার পরিবারগুলি থেকে মহিলাদেরকে সভায় আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ৫. সভায় আলোচনার বিষয় মহিলাদের প্রভাবিত করে না। ৬. মহিলারা সভায় আলোচনার সুযোগ ঠিকভাবে পান না বা আলোচনা করেন না। ৭. মহিলারা আলোচনার সুযোগ পেলেও গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁদের আলোচিত বিষয় স্থান পায় না। ৮. এলাকায় স্বনির্ভর দল যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরি হয় নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) —

প্রশ্ন (১) - (৩) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০১১) (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) গত গ্রাম সংসদ সভায় সম্মিলিত ভাবে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের উপস্থিতির হার [সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের উপস্থিতি ÷ সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের ভোটার সংখ্যা]		৫০% বা তার বেশি হলে **৯**, ৪০-৪৯% হলে **৮**, ৩০-৩৯% হলে **৬**, ২০-২৯% হলে **৪**, ১০-১৯% হলে **২** এবং ১০ শতাংশের কম হলে **০**	৯		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সমস্ত তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা প্রকাশ্য সভায় আসতে পছন্দ করেন না। ৪. এলাকার পরিবারগুলি থেকে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরকে সভায় আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ৫. সভায় আলোচনার বিষয় তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের প্রভাবিত করে না। ৬. তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা সভায় আলোচনার সুযোগ ঠিকভাবে পান না বা আলোচনা করেন না। ৭. তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিরা আলোচনার সুযোগ পেলেও গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁদের আলোচিত বিষয় স্থান পায় না। ৮. এলাকায় তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের স্বনির্ভর দল যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরি হয় নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) –
(৫) সবকটি গ্রাম সংসদ সভার কার্যবিবরণী লেখা হয়েছে কি ?		হ্যাঁ হলে ১ না হলে ০	১		১. নিয়মিত কার্যবিবরণী লেখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা জায়নি। ২. কার্যবিবরণী লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অদক্ষতার কারণে কার্যবিবরণী লেখা যায়নি। ৩. নির্দ্দিষ্ট মিটিং-এর পূর্ববর্তী মিটিং গুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হয়না বলে কেউ কার্যবিবরণী লেখার গুরুত্ব অনুভব করেন না। ৪. প্রধান কার্যবিবরনী লেখা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেননা, তাই কার্যবিবরনী লেখা হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (৪) - (৫) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০১১) (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) গত গ্রাম সংসদ সভায় কোন কোন বিষয়গুলিতে মানুষ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন? (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন) যে বিষয়গুলি নিয়ে অর্ধেক বা তার বেশি গ্রাম সংসদে আলোচনা হয়েছে সেগুলিকেই চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।	১. এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি ২. ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকা তৈরি ৩. কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের তহবিলের কাজের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি ৪. রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিলের কাজের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি ৫. ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের (IGNOAPS) উপভোক্তার তালিকা তৈরি ৬. ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের (IGNWPS) উপভোক্তার তালিকা তৈরি ৭. ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের (IGNDPS) উপভোক্তার তালিকা তৈরি ৮. জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কে সার্বিক সচেতনতা ৯. ২০১১-১২ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি ১০. পরিকল্পনায় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোর (ESMF) দিকগুলি সম্পর্কে সচেতনতা ১১. ২০১১-১২ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট তৈরি ১২. গ্রাম সংসদ এলাকার করের নির্ধার তালিকা তৈরি ও কর আদায় ১৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের (আলাদা ভাবে গ্রাম সংসদের অংশটি সহ) ষান্মাসিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন ১৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট (বিধিবদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ অডিট) প্রতিবেদন	১৩ রকমের মধ্যে যে কোনো ১০টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **১০**, যে কোনো ৯টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৯**, যে কোনো ৮টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৮**, যে কোনো ৭টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৭**, যে কোনো ৬টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৬**, যে কোনো ৫টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৫**, যে কোনো ৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৪**, যে কোনো ৩টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **৩**, যে কোনো ২টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **২**, যে কোনো ১টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে **১** এবং কোনো বিষয় নিয়েই আলোচনা না হলে **-৫**	১০		১. এগুলির মধ্যে সবকটি বিষয় আলোচ্যসূচিতে ছিল না। ২. কোন বিষয়ে আলোচনা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্য করবে সেই সম্বন্ধে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। ৩. গ্রাম সংসদ সদস্যরা ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়া অন্য কোনও আলোচনায় উৎসাহ দেখান না। ৪. কোন প্রকল্প বা কি ধরণের পরিকল্পনা বা বাজেট এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়ে গ্রাম সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। ৫. আলোচনায় অংশ নিলে ক্ষমতাশালী সদস্যরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এই ভেবে অনেকে আলোচনায় অংশ নেন না। ৬. যে ভাষায় আলোচনা হয় তা অনেকে বুঝতে পারেন না বলে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন না। ৭. অনেকেই শুধু সমর্থন জানাতে আসেন কোনো আলোচনায় যান না। ৮. দুর্বলতর শ্রেণির মানুষরা মুখ খুলতে ভয় পান। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ৩ ÷ ৮)			১৫		

প্রশ্ন (৬) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকারিতা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি গড়ে কতগুলি সভা করেছে? [= সবকটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ২০১১-১২ আর্থিক বছরে যতগুলি করে সভা করেছে তার যোগফল ÷ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা]		১২টি বা তার বেশি হলে **৫**, ১১টি হলে **৪**, ১০টি হলে **৩**, ৯টি হলে **২**, ৮টি হলে **১**, ৮টির কম হলে **০** এবং কোনো গ্রাম সংসদেই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত না হলে **-১**	৫		১. কোনো গ্রাম সংসদেই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয় নি। ২. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ তৈরি হয় নি। ৩. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো যায়নি। ৪. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ সমস্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৫. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সমস্ত মাসে পাওয়া যায় নি। ৬. সভাপতি ও সচিব সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৭. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করন) -
মোট			৫		

২. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ

(ক) কোন কোন উপ-সমিতি ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের জন্য তাদের বাজেট ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১১ এর মধ্যে তৈরি করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন উপ-সমিতি বাজেট তৈরি করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	বাজেট তৈরি করে জমা দেওয়া উপ-সমিতির সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ ও পরিকল্পনা ২. কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৩. শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ৪. নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ ৫. শিল্প ও পরিকাঠামো		উক্ত সংখ্যা × ১	৫		১. উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরি করার প্রয়োজন ঠিকমতো বোঝা যায় নি। ২. উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরির পদ্ধতিটি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। ৩. উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরির পদ্ধতিটি বুঝলেও হাতে কলমে বাজেট করতে অসুবিধা হয়েছে। ৪. বিভিন্ন কর্মসূচির বাজেটকে উপ-সমিতির ভিত্তিতে ভাঙ্গা অসুবিধাজনক। ৫. উপ-সমিতিগুলি বাজেট তৈরি করতে পারবে না ধরে নিয়ে তাদেরকে বলা হয় নি। ৬. উপ-সমিতিগুলিকে বাজেট তৈরি করতে বললেও তাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি। ৭. উপ-সমিতিগুলির বাজেট তৈরি করার মতো সক্ষমতা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

প্রশ্ন (খ), ২(ক) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতির সভা বিষয়ক

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা [মুলতুবি সভা যা এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে একটি সভা হিসাবে গুণতে হবে। তবে তলবী সভাকে এই হিসাবে আনা যাবে না।]		সভার সংখ্যা ১৫ বা তার বেশি হলে ৫, ১৩-১৪ হলে ৪, ১২ হলে ৩, ১০-১১ হলে ২, ৮-৯ হলে ১ এবং ৮-এর কম হলে ০	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৪. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সমস্ত মাসে পাওয়া যায় নি। ৫. প্রধান এবং/বা উপ-প্রধান সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৬. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৭. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতিতে হয়ে যায়, সেইজন্য সাধারণ সভার মিটিং নিয়মিত হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) গত আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় কোন কোন বিষয়গুলিতে সদস্যরা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন? (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন) [যে বিষয়গুলি নিয়ে অর্ধেক বা তার বেশি গ্রাম সংসদে আলোচনা হয়েছে সেগুলিকেই চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে ।]	১. বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা ২. পানীয় জল ৩. শিক্ষা ৪. জীবিকা সংক্রান্ত ৫. পুষ্টি ৬. স্বাস্থ্য ৭. নারী ও শিশু উন্নয়ন ৮. তপশিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ৯. স্বাস্থ্যবিধান ১০. রাস্তা ১১. রাস্তার আলো	১১ টি বিষয়ের মধ্যে অন্তত ১০ টি বিষয়ে আলোচনা হলে ৫ ৯ টি বিষয়ে আলোচনা হলে ৪ ৮ টি বিষয়ে আলোচনা হলে ৩ ৭ টি বিষয়ে আলোচনা হলে ২ ৬ টি বিষয়ে আলোচনা হলে ১ ৬ টির কম বিষয়ে আলোচনা হলে ০	৫		১. এগুলির মধ্যে সবকটি বিষয় আলোচ্যসূচিতে ছিল না। ২. কোন বিষয়ে আলোচনা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্য করবে সেই সম্বন্ধে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্দিষ্ট অর্থ অনুদান ছাড়া অন্য কোনও আলোচনায় উৎসাহ দেখান না। ৪. কোন প্রকল্প বা কি ধরণের পরিকল্পনা বা বাজেট এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়ে সদস্যদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। ৫. আলোচনায় অংশ নিলে ক্ষমতাশালী সদস্যরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এই ভেবে অনেকে আলোচনায় অংশ নেন না। ৬. যে ভাষায় আলোচনা হয় তা অনেকে বুঝতে পারেন না বলে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন না। ৭. অনেকেই শুধু সমর্থন জানাতে আসেন কোনো আলোচনায় যান না। ৮. দুর্বলতর শ্রেণির মানুষরা মুখ খুলতে ভয় পান। অন্যান্য (উল্লেখ করুন) –
(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় উপস্থিতির হার		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (১) - (৩) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতির সভা বিষয়ক (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মহিলাদের উপস্থিতির হার		উপস্থিতি ৭৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৪% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সমস্ত মহিলা সদস্যরা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. মহিলারা প্রকাশ্য সভায় আসতে পছন্দ করেন না। ৪. এলাকার পরিবারগুলি থেকে মহিলাদেরকে সভায় আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ৫. সভায় আলোচনার বিষয় মহিলাদের প্রভাবিত করে না। ৬. মহিলারা সভায় আলোচনার সুযোগ ঠিকভাবে পান না বা আলোচনা করেন না। ৭. মহিলারা আলোচনার সুযোগ পেলেও গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁদের আলোচিত বিষয় স্থান পায় না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় সম্মিলিত ভাবে তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্যদের উপস্থিতির হার		উপস্থিতি ৭৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৪% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার কটি মিটিং যথাযথ কোরাম না হবার জন্য মুলতবী হয়েছে?		মুলতবী হয়ে যাওয়া মিটিং এর সংখ্যা ১টি ও না হলে ২ ১ টি হলে ১ ১ এর বেশী হলে ০	২		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (৪) – (৬) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতির সভা বিষয়ক (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৭) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার কটি মিটিং যথাযথ নিয়মে নোটিশ বিলি না হবার জন্য মুলতবী হয়েছে?		মুলতবী হয়ে যাওয়া মিটিং এর সংখ্যা ১টি ও না হলে ১ ১ বা তার বেশী হলে ০	১		১. নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নোটিস বিলি করার রেওয়াজ নেই । ২. নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নোটিস বিলি করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. রাজনৈতিক কারণে বিরোধী দলের সদস্যদের নিকট নোটিস বিলি করা হয়নি। ৪. অদক্ষ কর্মী বা কর্মী কম থাকার কারণে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নোটিস বিলি করা হয়নি। ৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যথাযথ ভাবে নোটিস বিলি করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৮) সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত সভার কার্যবিবরণী লেখা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ২ না হলে ০	২		৬. নিয়মিত কার্যবিবরণী লেখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা জায়নি। ৭. কার্যবিবরণী লেখার দায়ীত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অদক্ষকতার কারণে কার্যবিবরণী লেখা যায়নি। ৮. নির্দ্দিষ্ট মিটিং-এর পূর্ববর্তী মিটিং গুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হয়না বলে কেউ কার্যবিবরণী লেখার গুরুত্ব অনুভব করেন না। ৯. প্রধান কার্যবিবরনী লেখা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেননা,তাই কার্যবিবরনী লেখা হয় । ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯)গত ২০১১-১২ আর্থিক বছরে সমস্ত উপসমিতিগুলির সম্মিলিত ভাবে কত শতাংশ সভা হয়েছে?। প্রতিটি উপসমিতির একটি আর্থিক বছরে ১২ টি করে সভা করার কথা। পাঁচটি উপসমিতি তাই মোট ষাটটি সভা করবে।]		৯০%-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০%-৭৯% হলে **৩**, ৬০%-৬৯% হলে **২**, ৫০%-৫৯% হলে **১**, এবং ৫০%-এর কম হলে **-১**	৫		১. নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. উপ-সমিতির বিষয়ে সঞ্চালক (প্রধান) যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. সঞ্চালক (প্রধান) নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ প্রধানের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় উপ-সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(১০) গত আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের কতগুলি সাধারণ সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে বা ভোটের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে?		১০ টি বা তার বেশী সভায় হলে ২ ৫-৯ টি সভায় হলে ১ ৫ টির কম সভায় হলে ০	২		১. সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থিত প্রস্তাব নির্দিষ্ট একটি অংশের জনগণকে সহায়তা দেয়। ২. রাজনৈতিক কারণে কিছু সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করে থাকে। ৩. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র উপকৃত হবেনা তাই কিছু সদস্য বিরোধিতা করে থাকে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন. (৭) – (১০) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতির সভা বিষয়ক (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের কতগুলি সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী মত/প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে? [বিরোধী মত বা প্রস্তাব অর্থে বিরোধী কোনো সদস্যের মত/প্রস্তাব নয়। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত হল, দলমত নির্বিশেষে যে কোনো সদস্য যদি তার বিপরীত কোনো মত বা প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং আলোচনাসূত্রে সেগুলি কার্যবিবরণীতে লেখা হয়ে থাকে (যা হওয়াই উচিত), সেগুলিকেই হিসাবে ধরতে হবে। কার্যবিবরণী দেখে কটি সভায় বিরোধী মত/প্রস্তাব লেখা হয়েছে সেই সংখ্যাটি গুণে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।]		১০-এর বেশি সভায় হলে **৩**, ৬-৯ টি সভায় হলে **২**, ৩-৫ টি সভায় হলে **১** এবং ৩ টির কম সভায় হলে **০**	৩		১. বিরোধী মত বা প্রস্তাব যে কার্যবিবরণীতে লেখা উচিত এটা জানা ছিল না। ২. বিরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখার রেওয়াজ নেই, শুধু সিদ্ধান্তই লেখা হয়। ৩. বিরোধী মত বা প্রস্তাব সভায় তেমনভাবে উঠে আসে না। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২০		

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে যত রাস্তা আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা রোড রেজিস্টারে আছে কি? [গ্রাম পঞ্চায়েতের ম্যাপে রাস্তাগুলি দেখানো থাকবে এবং সেগুলির সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুণমান রোড রেজিস্টারে লেখা থাকবে]		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. রোড রেজিষ্টার রাখতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রোড রেজিস্টার কী ফরমায় রাখতে হবে তা জানা ছিল না। ৩. রোড রেজিষ্টার রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. এরকম একটি রেজিষ্টার তৈরি হয়েছিল কিন্তু হালনাগাদ করা হয়নি। ৫. তালিকাটি আংশিক সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ৬. রোড রেজিষ্টার আছে কিন্তু এটির দায়িত্ব কার জানা নেই বলে রেজিষ্টারটি কেউ দেখে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কত শতাংশ রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত? [শুধু মাটির রাস্তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত ভাবা চলবে না। উপরে পিচ দেওয়া না হলেও যদি মোরাম বিছানো অথবা ইঁট বা বোল্ডার বা পাথরকুচি বসানো হয় অর্থাৎ সব ঋতুতে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, সহজে চলাচলের মতো হয় সেসব রাস্তাকেই এই শ্রেণিতে আনা যাবে। শতাংশের হিসাব গ্রামের মোট রাস্তার (কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যের তুলনায় করতে হবে। উল্লেখ করা যায় যে, লালমাটির এলাকাগুলিতে রাস্তার পাশের মাটি বেশিরভাগই মোরাম মিশ্রিত হয়ে থাকে। এবং সেই মাটি ব্যবহার করলে রাস্তার উপরে জল জমে না বা কাদা হয় না। সেই কারণে সে সব জায়গায় মাটির রাস্তা ও মোরাম রাস্তায় তফাত নেই। এই রাস্তাগুলিকে মোরাম রাস্তা বলেই ভাবতে হবে।]		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৮০-১০০% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **২**, ৬০-৭৯% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **১**, ৬০%-এর কম রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা নেই। ২. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা বেশি নেই। ৩. এ রকম রাস্তা আছে কিন্তু কখনো হিসাব করা মাপা হয়নি তাই কত শতাংশ জানা যাচ্ছে না। ৪. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৫. রোড রেজিষ্টার নেই। ৬. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ২. (খ) - (১১) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৩. (ক), (খ) : শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তার কত শতাংশে সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন? [গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে এই ধরণের রাস্তা মোট যত কিলোমিটার আছে তার মধ্যে কত কিলোমিটার সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন তা শতাংশের হিসাবে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রয়োজন বিচার করতে হবে রাস্তাটি যে মান অনুযায়ী ও যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি হয়েছিল সেই প্রয়োজন অক্লেশে মেটাচ্ছে কিনা তাই বুঝে। অর্থাৎ গরুর গাড়ি যাওয়ার মাটির রাস্তায় মাটি সব জায়গায় সমানভাবে আছে কিনা দেখতে হবে। মোরাম রাস্তায় মোরাম মসৃণভাবে আছে কিনা, ইঁট বিছানো রাস্তায় কোনো ভাঙ্গা অংশ নেই ও চলাচলের অসুবিধে নেই এসব দেখতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৫ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে রাস্তার অবস্থা যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।]		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০% বা তার কম হলে **৫**, ১১-২৫% হলে **৪**, ২৬-৫০% হলে **৩**, ৫১-৭৫% হলে **২**, ৭৬-৮৫% হলে **১**, ৮৫%-এর বেশি হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. মাটির প্রকৃতি এমন যে সারাই করলেও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ২. রাস্তার ভার বহন ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি ওজনের গাড়ি যাতায়াত করে বলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. সারাইয়ের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষার ঠিক আগে করা হয় বলে বর্ষার পরে পরেই রাস্তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। ৪. সমস্ত রাস্তা ঠিকঠাকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৫. সারাইয়ের প্রয়োজন এমন রাস্তার পরিমাপ করা হয়নি তাই হিসাব নেই। ৬. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৭. রোড রেজিষ্টার নেই। ৮. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য নলকূপ খারাপ হয়ে পড়ে আছে? [গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট যতগুলি সাধারণের ব্যবহার্য নলকূপ আছে তার কত শতাংশ খারাপ (জল ওঠে না বা জল দূষিত বলে ব্যবহার করা যায় না) হয়ে আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার নলকূপ এই হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না। MPLADS/BEUP প্রকল্পে তৈরি নলকূপগুলি যদি অন্য কোনো পঞ্চায়েত বা কোনো সংস্থার তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো সংবাদ না থাকে, তাহলে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হবে এবং সেগুলিকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৫ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে নলকূপের অবস্থা যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।]		তথ্য থাকলে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী, ১০% বা তার কম হলে **৪**, ১১-২৫% হলে **৩**, ২৬-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১**, ৫০%-এর বেশি হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. প্রাকৃতিক কারণে নলকূপ সারাই করলেও তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। ২. জলস্তর নেমে যাওয়ার জন্য বছরের অনেক সময়েই নলকূপগুলি শুকিয়ে যায়। ৩. সমস্ত নলকূপ ঠিকঠাকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৪. এলাকায় নলকূপ সারাই করার কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব আছে। ৫. নলকূপ সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ঘাটতি আছে। ৬. ব্যবহারকারীরা ঠিকমতো ব্যবহার করেন না বলে নলকূপ ঘন ঘন খারাপ হয় আর সারাইয়ের ব্যাপারে তাঁরা কোনো উদ্যোগ নেন না। ৭. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (গ) : শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে পঞ্চায়েতের তৈরি নিকাশি ব্যবস্থা আছে? [গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি গ্রাম সংসদের মধ্যে কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো ড্রেন বা নিকাশি নালা (যা গিয়ে কোনো ড্রেন, বড় নিকাশি নালা বা ব্যবহৃত জল জমা হওয়ার গর্তে পড়ে) আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। নিকাশি নালাগুলি কার্যকর অবস্থায় থাকতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বাঁধাতে হবে। অনেক জায়গায় কোনো নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি না করলেও প্রাকৃতিক কারণে নোংরা জল বা বৃষ্টির জল খুব সহজে বেরিয়ে চলে যায়। সেসব ক্ষেত্রেও নিকাশি ব্যবস্থা আছে বলে ধরা যাবে।]		তথ্য থাকলে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী ৬০% বা তার বেশি হলে **৬**, ৩১-৫৯% হলে **৪**, ২০-৩০% হলে **২**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-২**	৬		১. সমস্ত সংসদে নিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নেই। ২. নিকাশি ব্যবস্থার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয় নি। ৩. নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নালাগুলি কার্যকরী অবস্থায় নেই। ৪. সমস্ত সংসদে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৫. অনেক নিকাশি নালাই পাশের জমির মালিকরা জবরদখল করে নিয়েছেন। ৬. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যত কিলোমিটার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা দরকার তার কত শতাংশে বর্তমানে আলোর ব্যবস্থা আছে? [গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যের বিভিন্ন গ্রামকে বা বিভিন্ন পাড়াকে সংযোগ করে যে রাস্তাগুলি আছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে যে মূল রাস্তাটি এলাকার বাইরে যাওয়ার জন্য বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ করেছে – এই রাস্তাগুলিতেই আলো থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যেতে পারে। উল্লেখ করা যায় যে, গ্রামের মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে যে সব ছোটো রাস্তা, শুঁড়িপথ বা গলি আছে সেগুলিকে এই হিসাবের থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।]		তথ্য থাকলে বা বাস্তব অনুমানের ভিত্তিতে যত কিলোমিটার রাস্তার পাশে আলো প্রয়োজন তার মধ্যে ৭৫% বা তার বেশি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **৪**, ৪০-৭৪% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **৩**, ২০-৩৯% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **২**, ৫-১৯% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **১**, ৫%-এর কম রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **০** এবং কোনো তথ্য বা ধারণা না থাকলে **-১**	৪		১. রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রাস্তায় আলো দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় নি। ৩. অনেক রাস্তার এলাকাতেই বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪. দু-একটি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা চুরি হয়ে যাওয়ায় আর উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৫. সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে আলোর ব্যবস্থা করার মত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় কত কিলোমিটার রাস্তা আছে তার সঠিক হিসাব নেই তাই কিছু আলো থাকলেও তার শতাংশ হিসাব করা গেলো না। ৭. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কত দিন সময় নেন? [জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ থাকবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সদস্যদের, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে সচেতন করতে হবে। এই সংক্রান্ত রেজিস্টার সম্পূর্ণ রাখতে হবে। এখানে অবশ্য আবেদন করার কতদিনের মধ্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।]		যে দিন কেউ সার্টিফিকেটের আবেদন করেন সেই দিনই দেওয়া হয় এমন হলে **৬**, তার পরের দিন দেওয়া হলে **৫**, তার ২ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **৪**, তার ৩-৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **৩**, তার ৫-৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **২**, তার পরে ৭ দিনের বেশি দেরি হলে **০** এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনো উদ্যোগ না থাকলে **-২**	৬		১. জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট রোজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. অন্যান্য কাজের চাপের জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৩. বেশ কিছু আবেদন পড়লে তবেই একসাথে সার্টিফিকেটগুলি লেখা হয় বলে দিতে দেরি হয়। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৫. প্রধানের সই করতে দেরি হয় বলে সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (ঙ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। (চ) : শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ছ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) গত ২০১১-১২আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কত শতাংশ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ করা হয়েছে?		১০০% হলে ৬ ৯০%-৯৯% হলে ৪ ৮০%-৮৯% হলে ২ ৫০%-৮০% হলে ০ ৫০% এর কম হলে -২	৬		১. জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট রোজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানেন না ৩. অন্যান্য কাজের চাপের জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৪. বেশ কিছু আবেদন পড়লে তবেই একসাথে সার্টিফিকেটগুলি লেখা হয় বলে দিতে দেরি হয়। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৬. প্রধানের সই করতে দেরি হয় বলে সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৭. সার্টিফিকেট পেতে দেরী হয় বলে সাধারণ মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দিতে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কত দিন সময় নেন? [আবেদন করার কতদিনের মধ্যে ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে। সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনো উদ্যোগ না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।]		যে দিন কেউ সার্টিফিকেটের আবেদন করেন সেই দিনই দেওয়া হলে **৪**, তার ২ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **৩**, তার ৩-৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **২**, তার ৫-৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **১**, তার পরে ৭ দিনের বেশি দেরি হলে **০** এবং এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনো উদ্যোগ না থাকলে **-১**	৪		১. ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট রোজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. অন্যান্য কাজের চাপের জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৩. বেশ কিছু আবেদন পড়লে তবেই একসাথে সার্টিফিকেটগুলি লেখা হয় বলে দিতে দেরি হয়। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৫. প্রধানের সই করতে দেরি হয় বলে সার্টিফিকেট দিতে দেরি হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা স্থান বে-আইনি দখলে আছে কি? [এইসব এলাকায় কোনো জবরদখল আছে কি না তা ধরতে চাওয়া হয়েছে। বাস্তুহীন পরিবার রাস্তা বা খালপাড় বা অন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে ঘর করে থাকলে তাঁরা যতই দুঃস্থ হোন না কেন তাকে জবরদখল বলেই ভাবতে হবে। তবে সেখানে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব থাকবে।]		না থাকলে **১**, থাকলে **০**	১		১. যে সমস্ত রাস্তা বা স্থান বে-আইনি দখলে আছে তা মুক্ত করতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এটা জানা ছিল না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করার কাজ ব্যাহত হয়েছে। ৪. বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে গেলে অশান্তি হতে পারে এই ভেবে করা হয়নি। ৫. অনেক ক্ষেত্রে খুব নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজন বে-আইনি ভাবে দখল করে রেখেছেন বলে মানবিক কারণে দখলমুক্ত করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (জ)-(ঞ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ট) বাড়ি বা অন্য নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা [এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন ছাড়া বাড়ি ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে কি না তার হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত এর হিসাব রাখবে এবং নিয়মমতো ব্যবস্থা নেবে। বলা যেতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েত যদি সময়মতো অনুমোদন দেয় বা তার পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য সাধারণ মানুষ অসুবিধা বোধ না করেন বা বিরক্ত বা হতাশ না হন, তাহলে বিনা অনুমোদনে নির্মাণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আবার প্লান অনুমোদন হওয়ার পর সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না (নির্মাণকারীকে অযথা বিব্রত না করে) দেখাও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য। না হলে পরে প্লান অনুমোদন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অবজ্ঞার ভাব আসবে।]		২০১১-১২ আর্থিক বছরে এলাকার কত শতাংশ বাড়ি বা অন্য নির্মাণকার্য গ্রাম পঞ্চায়েতে প্লান অনুমোদন করিয়ে করা হয়েছে : ৯০-১০০% হলে ২, ৮০-৮৯% হলে ১ এবং ৮০%-এর কম হলে ০	২		১. বাড়ি বা অন্য নির্মাণকার্যের প্লান অনুমোদন করাতে মানুষের আগ্রহের অভাব আছে। ২. বাড়ি বা অন্য নির্মাণকার্যের প্লান অনুমোদন করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. প্লান অনুযায়ী নির্মাণকার্য করার সঙ্গে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিবেশ রক্ষার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে ধারণা না থাকায় অনুমোদনের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্লান অনুমোদন করাতে না আসলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ৫. অন্য কাজের চাপে প্লান অনুমোদন করতে দেরি হয় বলে মানুষ অনুমোদন করাতে আগ্রহী হন না। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে অনুমোদনের ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
		গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্লান অনুমোদন করে এমন হলে ১, না হলে ০	১		১. বাড়ি বা অন্য নির্মাণকার্যের প্লান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ২. অন্যান্য কাজের চাপে প্লান অনুমোদন করতে দেরি হয়। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েতে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে প্লান অনুমোদন করতে দেরি হয়। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
		গ্রাম পঞ্চায়েত প্লান অনুযায়ী নির্মাণকার্য হচ্ছে কিনা তা তদারকি করলে ১, না করলে ০	১		১. প্লান অনুযায়ী নির্মাণকার্য হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. নির্মাণকার্য তদারকি করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. যে পরিমাণে নির্মাণকার্য হয় তা তদারকি করা অসম্ভব। ৪. তদারকি করার জন্য উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না। ৫. নির্মাণকার্য প্লান অনুযায়ী না হলে কী করতে হবে জানা নেই বলে তদারকির বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত পুকুর, সাধারণ পশুচারণক্ষেত্র, শ্মশান, কবরস্থান, সমাধিক্ষেত্র বা অন্যান্য সম্পত্তি থাকলে তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি? [এই সম্পত্তিগুলি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে, ব্যবহার হচ্ছে এবং এখন মেরামতের প্রয়োজন নেই এমন বোঝাবে। যে সম্পদ যে প্রয়োজনে ব্যবহার হওয়ার কথা সেই সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনা অসুবিধায় জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারলে সেই সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য বলে ভাবা যাবে।]		৭৬-১০০% সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে ২, ৫০-৭৫% সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে ১ এবং ৫০%-এর কম সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে ০	২		১. ন্যস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকা বা হিসাব নেই তাই রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা ওঠে না। ২. ন্যস্ত সম্পত্তি বেশিরভাগ বে-আইনি দখল হয়ে আছে বলে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজটিতে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৬. সম্পত্তিগুলির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশি বলে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (ট) : শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঠ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ড) এলাকার মধ্যে অবস্থিত বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অন্যান্য জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে পুরুষ ও মহিলার আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে কি? [এই সব জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব প্রচেস্টায় ও সম্পদে শৌচাগার এবং জলের ব্যবস্থা করবে এমন ভাবা হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে এবং সবার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ করতে হবে। শৌচাগারের ভিতরে জলের ব্যবস্থা করা সাধারণত সম্ভব না হলে জলের ব্যবস্থা (নলকূপ/কুঁয়া) খুব কাছে রাখতে হবে যাতে শৌচাগারে জল নেওয়া সম্ভব হয়। শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থাও প্রয়োজন। যার প্রচেষ্টাতেই তৈরি হোক না কেন, শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই অনুযায়ী নম্বর পাবে। উল্লেখ করা যায় যে পুরুষ ও মহিলার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে।]		সব জায়গায় থাকলে **২**, কোনো কোনো জায়গায় থাকলে **১** এবং কোথাও না থাকলে **০**	২		১. সমস্ত স্থানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (যেমন বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি, বাস মালিক বা অ্যাসোসিয়েশান ইত্যাদি) উৎসাহিত করা যায়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. শৌচাগারগুলি কতটা ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৬. শৌচাগারগুলি রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর ব্যয় হবে ভেবে এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঢ) এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায়/তত্ত্বাবধানে শিশুদের খেলার মাঠ/বাগান আছে কি? [গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকা অকৃষি (খাস বা ন্যস্ত) জমিতে এরকম খেলার মাঠ ইত্যাদি গড়ে তোলা যায়। বাগান বা উদ্যান বলতে শিশুদের ছোটাছুটি বা খেলার জায়গা ভাবা হয়েছে। এরকম উদ্যানে ছায়া-দেওয়া এবং ফুলের গাছ থাকলে ভাল হয়। শিশুদের খেলার কিছু ব্যবস্থা (দোলনা/ঢেঁকি/স্লিপ ইত্যাদি) থাকা ভাল। এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকরী কমিটি বা স্থানীয় সুবিধাভোগীদের কমিটির উপর দেওয়া যায়।]		প্রত্যেক পাড়ায় থাকলে **২**, এক বা একাধিক পাড়ায় থাকলে **১** এবং না থাকলে **০**	২		১. খেলার মাঠ বা বাগান আছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় বা তত্ত্বাবধানে নয় এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। ২. এগুলির সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সম্পর্ক আছে এটা জানা ছিল না। ৩. প্রত্যেক পাড়ায় এগুলি থাকার মতো জমি নেই। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এগুলির ব্যবস্থাপনা বা তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ২ ÷ ৫)			২০		

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব অফিসবাড়ি আছে কি? [ভাড়া বাড়ি বা অনুমতি দখলে পাওয়া বাড়িকে নিজস্ব অফিসবাড়ি বলা যাবে না।]		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. নিজস্ব অফিসবাড়ি করার জায়গা নেই। ২. জায়গা সদ্য যোগাড় হয়েছে, এখনও বাড়ি করা হয়ে ওঠেনি। ৩. কোন জায়গায় হবে তাই নিয়ে বাদানুবাদ চলছে বলে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ৪. অন্যের অফিসে কাজ চলে যাচ্ছে বলে আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন ৩. (ড) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৩. (ঢ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৪. (ক) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে আছে কি? [পর্যাপ্ত জায়গা অর্থে সবাই বসে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সদস্যরা, বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীরা এবং জনসাধারণ এসে স্বচ্ছন্দে বসে আলোচনা করতে পারেন এরকম জায়গা বোঝাবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. যখন অফিস তৈরি হয়েছিল তখন জায়গা পর্যাপ্তই মনে হত কিন্তু আস্তে আস্তে পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ার সাথে সাথে এখন আর পর্যাপ্ত জায়গা থাকছে না। ২. বাড়ির কাঠামো বাড়িয়ে পর্যাপ্ত জায়গা বের করা অসুবিধাজনক। ৩. পর্যাপ্ত জায়গা বানানোর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) সভা বা প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বড় ঘর (মোটামুটি ৬০ জন ব্যক্তি বসে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এমন) গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. যখন অফিস তৈরি হয়েছিল তখন সভা বা প্রশিক্ষণের ঘরটিকে বড়ই মনে হত কিন্তু আস্তে আস্তে পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ার সাথে সাথে এখন আর বড় বলে মনে হচ্ছে না। ২. বাড়ির কাঠামো বাড়িয়ে বড় ঘর তৈরি করা অসুবিধাজনক। ৩. বড় ঘর বানানোর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব গো-ডাউন আছে কি? [গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব মালিকানায় গো-ডাউন থাকলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরির কথা ভাবা হয়নি। ২. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরি করার জায়গা নেই। ৩. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভাল শৌচাগার (ব্যবহারযোগ্য ও জলের ব্যবস্থা সহ) আছে কি? [ভাল শৌচাগার অর্থে যে শৌচাগার ব্যবহারযোগ্য রাখা হয় ও জলের ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে ধরতে হবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সর্বসাধারণের জন্য ভাল শৌচাগারের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) সরকারি আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখা হয় কি? [সরকারি আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা গার্ড ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখলে পরে যে কোনো সময়ে খুব সহজেই পাওয়া যায়। বর্তমানে এরকম ব্যবস্থা না থাকলে অবিলম্বে এইভাবে রাখতে শুরু করতে হবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এরকম ভাবে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়নি। ৩. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ডাক ফাইল (যে চিঠিপত্রগুলি এসেছে সেগুলি সম্বলিত ফাইল) প্রধান রোজ খোলেন কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. ফাইল করে সমস্ত চিঠিগুলি প্রধানকে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. প্রধান রোজ অফিসে আসেন না। ৩. প্রধান এই কাজটি করতে আগ্রহ দেখান না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে প্রধানের পক্ষে রোজ এই কাজ করা সম্ভব হয় না। ৫. এই কাজটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো কর্মচারী করেন। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (খ) - (ঘ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্ন । (ঙ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (চ) - (ছ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার ও উপ-সমিতির সভাগুলির কার্যবিবরণী কীভাবে লেখা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [কার্যবিবরণী সভার মধ্যেই লেখা হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে। বর্তমানে এইরকম ব্যবস্থা না থাকলে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।]		যদি কার্যবিবরণী সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন এবং সভার শেষে তা পড়ে শোনানো হলে ১ এর মধ্যে একটি না হলেই ০	১		১. সভার মধ্যেই কার্যবিবরণী লিখতে হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. সভার শেষে কেউ আর কার্যবিবরণী শুনতে আগ্রহ দেখান না। ৩. সভার মধ্যে লেখা বেশ কষ্টসাধ্য। ৪. সভার পরে লেখাই রেওয়াজ বলে সভার মধ্যে লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. দেরি করে লেখার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে বলে দেরি করেই লেখা হয়। ৬. কাজটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য হওয়ায় পরে করব বলে অনেক সময়েই ফেলে রাখা হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৮		

৫. গ্রাম পঞ্চায়েত তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) উল্লিখিত রেজিস্টার গুলি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি ?	(১) স্থাবর সম্পত্তির রেজিস্টার (Register of Immovable Properties, Form No. 20) (২) টেকসই মজুতের রেজিস্টার (Durable Stock Register, Form No. 8) (৩) উপযোজন রেজিস্টার (Appropriation Register, Form No. 15) (৪) কার্যক্রম রেজিস্টার (Programme Register, Form No. 16) (৫) পরিকল্প রেজিস্টার (Scheme Register, Form No. 17) (৬) প্রাপ্ত চিঠিপত্রের রেজিস্টার (Register for Receipt of Letters, Form No. 22) ও চিঠিপত্র পাঠানোর রেজিস্টার (Register for Issue of Letters, Form No. 23) (৭) চেক/ড্রাফট্ প্রাপ্তির রেজিস্টার (Cheque/Draft Receipt Register, Form No. 2) ও চেক বই রেজিস্টার (Cheque Book Register, Form No. 3)	রেজিস্টারের সংখ্যা x ১	৭		১. এই ধরণের রেজিস্টার নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই রেজিস্টার লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ লেখার কোনো রেজিস্টার আছে কি?	হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০		১		১. এমন কোনো রেজিস্টার রাখতে হবে জানা ছিল না। ২. এমন কোনো রেজিস্টারের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৩. ভাবা হয়েছিল, কিন্তু এই খাতা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে ঠিক করা যায়নি বলে চালু হয়নি। ৪. চালু হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ জমা না পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৮		

প্রশ্ন ৪. (জ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৫. (ক) (১), (২) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে নীচের তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি?

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি?	(১) বিপিএল তালিকা (২) ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা (৩) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার উপভোক্তার তালিকা (৪) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের (IGNOAPS) সহায়তা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা (৫) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের (IGNDPS) সহায়তা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা (৬) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের (IGNWPS) সহায়তা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা (৭) আম আদমি বীমা যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা	তালিকার সংখ্যা x ১	৭		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৩. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৪. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৫. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৬. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৭		

(গ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য জানানোর ব্যবস্থা আছে কি? [তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে। নীতির দিক থেকেও এই অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। কেউ তথ্য পেলে বোঝা যায় যে শুধু কাগজে নয় বাস্তবেও তথ্য জানানো হচ্ছে।]		ব্যবস্থা থাকলে ও তথ্য কেউ নিয়ে থাকলে **২**, ব্যবস্থা আছে কিন্তু তথ্য কেউ নেয়নি এমন হলে **১** এবং ব্যবস্থা নেই এমন হলে **০**	২		১. এই আইন সংক্রান্ত খবরাখবর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ২. এই আইন বলবৎ হবার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কি করণীয় তা এখনো বোঝা যায়নি। ৩. কেউ তথ্য জানতে চাননা/চাননি, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৪. কীভাবে তথ্য জানানো হবে জানা নেই। ৫. তথ্য কে জানাবে স্পষ্ট নয়, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৬. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৭. তথ্য জানালে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে এই জন্য ব্যবস্থা নেই। ৮. কোন কোন তথ্য জানানো যেতে পারে স্পষ্ট নয়। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কতগুলি আবেদন আপীলের পর্যায়ে গেছে?		১০% এর বেশী না হলে ২ ১০% বা তার বেশী হলে ০	২		১. যে তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। ২. যে তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি সংগ্রহ করতে প্রচুর সময় লাগে। ৩. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২		

প্রশ্ন (খ), (গ) (১)- (২) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের স্বচ্ছতা

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব / বার্ষিক প্রতিবেদন কী ভাবে জানানো হয়?	গ্রাম সংসদ সভায় পেশ করা কোনো সাধারণ লাইব্রেরীতে জমা দেওয়া অফিস থেকে চাইলে সরবরাহ করা		সমস্ত ব্যবস্থাই থাকলে **৩**, যে কোনো দুটি ব্যবস্থা থাকলে **২**, যে কোনো একটি ব্যবস্থা থাকলে **১**, এবং কোনো ব্যবস্থাই নেই এমন হলে **০**	৩		১. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা ছিল না। ২. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা থাকলেও উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. পাঠাগার বহু দূরে বলে সেখানে জমা দেওয়া হয় না। ৪. সংসদ সভায় পড়ে কোনো লাভ হয় না। ৫. অফিস থেকে কেউ চাইতে পারেন জানা ছিল না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্যের নোটিস বোর্ড আছে কি?			থাকলে **১**, না থাকলে **০**	১		১. এ ধরণের নোটিস বোর্ড-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ২. নোটিস বোর্ড ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন আর করা হয়নি। ৩. নোটিস বোর্ড আছে, অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে এন.আর.ই.জি.এ.-তে মানুষের অধিকার ও এই প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লেখা আছে কি?			লেখা থাকলে **২**, না থাকলে **০**	২		১. দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে এগুলি লিখে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে এগুলি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এগুলি লেখা সম্ভব হয় না। ৪. এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয় না। ৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে ইন্দিরা আবাস যোজনা, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্পের (IGNOAPS), ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের (IGNDPS) এবং ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের (IGNWPS) উপভোক্তার নামের তালিকা লেখা আছে কি?			এই চারটির মধ্যে যে কটি প্রকল্পের উপভোক্তার নামের তালিকা লেখা আছে ×১	৪		১. এই ধরণের তালিকা লিখে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে এটি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এটি লেখা সম্ভব হয়নি। ৪. এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয়নি। ৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) গত ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতে সামাজিক নিরীক্ষা হয়েছে কিনা ?			হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সামাজিক নিরীক্ষা সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো ধারণা নেই। ২. সামাজিক নিরীক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৩. উপভোক্তারা কোনো উৎসাহ দেখায়নি। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক নিরীক্ষা করতে উৎসাহ দেখায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে বেআইনি কার্যকলাপ বা অনিয়মের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত এর হাত থেকে কোন ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছে কি?			না হলে ১ হ্যাঁ হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নয়। ২. প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের অজ্ঞাতে অতি সক্রিয় হয়ে কাজ করেছেন। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই আইন অমান্য করেছে? ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (চ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের স্বচ্ছতা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গৃহীত কত শতাংশ অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?		৯০% বা তার বেশী হলে ৩ ৭৫-৮৯% হলে ২ ৫০-৭৪% হলে ১ ৪০-৪৯% হলে ০ ৪০% এর চেয়ে কম হলে -১ পাওয়া যাবে	৩		১. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ২. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে কাজটি ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৩. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ২ ÷ ৩)			১০		

৭. শিক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের কত কম? (৩১শে মার্চ ২০১২ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী) [=পুরুষ সাক্ষরতার হার - মহিলা সাক্ষরতার হার]		অনধিক ৫% কম হলে **৬**, ৬-১০% কম হলে **৪**, ১১-১৫% কম হলে **২**, ১৫%-এর অধিক কম হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে তথ্য না থাকলে **-১**	৬		১. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. এই তথ্য রাখার কথা কখনো বলা হয়নি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফেও রাখার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের কত শতাংশ বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে যায়? (৩১শে মার্চ ২০১২ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী) [= (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী মোট যত শিশু বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে যায় × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী মোট শিশুসংখ্যা। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৬ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুর আনুমানিক হার যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -২ পাবেন।]		৯৭-১০০% গেলে **৬**, ৯৩-৯৬% গেলে **৫**, ৮৯-৯২% গেলে **৪**, ৮৫-৮৮% গেলে **৩**, ৮১-৮৪% গেলে **২**, ৭৫-৮০% গেলে **১**, ৭৫%-এর কম গেলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে তথ্য না থাকলে **-২**	৬		১. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. অনেক পরিবারের অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব আছে, তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান না। ৪. বাড়ির চাষবাস বা ব্যবসার কাজের ছেলেমেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে স্কুলে আসে না। ৫. বাড়ির কাজে মেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে স্কুলে আসে না। ৬. পড়াশোনার আনুষঙ্গিক খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে বলে তা বহন করা অভিভাবকদের পক্ষে বেশ কঠিন। ৭. অনেক বালক-বালিকাই শিশু শ্রমিকের কাজ করে বলে স্কুলে আসে না। ৮. শিশু শ্রমিকরা স্কুলে আসতে চাইলেও তাদের সময়োপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ৯. বিদ্যালয়গুলিতে সহজ সরল শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই বলে অনেকেই ভয়ে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ১০. পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের দিকে শিক্ষকরা মনোযোগ না দেওয়ায় তারা স্কুলে আসতে কোনো আগ্রহ পায় না। ১১. কাছে বিদ্যালয় না থাকায় অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান না। ১২. দুর্বলতর শ্রেণির বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা অন্য সকলের সমান সুযোগ পায় না বলে আসে না। ১৩. বিদ্যালয়ে বালিকাদের শৌচাগার না থাকায় অনেকে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ১৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ৬. (ছ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৭.(ক) - (খ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৭. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০০৮ সালের মে মাসে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সবকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র মিলিয়ে) কত শতাংশ ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে? [= (২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা × ১০০) ÷ ২০০৮ সালের মে মাসে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা।]	?	৯০-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০-৭৯% হলে **৩**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১**, ৫০%-এর কম হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. বাড়ির চাষবাস বা ব্যবসার কাজের ছেলেমেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারে না। ২. বাড়ির কাজে মেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৩. অনেক বালক-বালিকাই শিশু শ্রমিকের কাজ করে বলে তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৪. বিদ্যালয়গুলিতে সহজ সরল শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই বলে অনেকেই পড়া বুঝতে পারে না এবং ফলে যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৫. বিদ্যালয়ে বালিকাদের শৌচাগার না থাকায় অনেকে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ৬. পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের দিকে শিক্ষকরা কোনো মনোযোগ না দেওয়ায় তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৭. যাতায়াতের রাস্তা সুগম নয় বলে বিশেষ করে বালিকারা বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দেয়। ৮. বছরের কোনো একটি সময়ে পরিবার কাজের সন্ধানে মাঝে মাঝেই অন্যত্র চলে যায় বলে ঐ ছেলেমেয়েরা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৯. এই তথ্য রাখার কথা কখনো বলা হয়নি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রাখার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১০. এই তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র (এ.আই.ই./ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র, সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের আওতায় খোলা) নেই? [= (এই ধরণের প্রতিষ্ঠান নেই এমন গ্রাম সংসদের সংখ্যা × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা।]		০% সংসদে না থাকলে **৫**, ১-৫% সংসদে না থাকলে **৪**, ৬-১০% সংসদে না থাকলে **৩**, ১১-১৫% সংসদে না থাকলে **২**, ১৬-২০% সংসদে না থাকলে **১** এবং ২০%-এর বেশি সংসদে না থাকলে **০**	৫		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হবে, কোথায় যেতে হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে পঞ্চায়েতের প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই পঞ্চায়েতের আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এই উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৬. প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৭. অভিভাবকরা বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের পড়াতে চান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৭. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলি ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কীভাবে কাজ করেছে?	(১) গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলি ২০১১-১২ আর্থিক বছরে অন্তত ২টি করে সভা করেছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সবকটি গ্রাম শিক্ষা কমিটিই অন্তত ২টি সভা করেছে (২) অর্ধেক বা তার বেশি গ্রাম শিক্ষা কমিটি অন্তত ২টি সভা করেছে (৩) অর্ধেকের কম গ্রাম শিক্ষা কমিটি অন্তত ২টি সভা করেছে	উত্তর (১) হলে **৪**, উত্তর (২) হলে **২** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	৪		১. গ্রাম শিক্ষা কমিটির সভা করার রেওয়াজ নেই। ২. গ্রাম শিক্ষা কমিটির সভা করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় নি। ৩. গ্রাম শিক্ষা কমিটির বিষয়ে সভাপতি/সচিব যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. এই সময়ের মধ্যে সভা করার উদ্যোগ য়েওয়া হয় নি। ৫. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় পাওয়া যায় নি। ৬. সভায় সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৭. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) বাড়ি বাড়ি গিয়ে বা অন্য প্রচারের মাধ্যমে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি? [বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের তালিকা ধরে স্কুল চলো কর্মসূচি রূপায়িত হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।]		হ্যাঁ হলে **৪**, না হলে **০**	৪		১. কাজটি করার মতো লোক পাওয়া যায় নি। ২. আগে একবার উদ্যোগ নিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি বলে আর উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. কাজটি করলেও ফল হবে কী না অনিশ্চয়তা থাকায় করা হয় নি। ৪. স্কুলগুলি এই সব ছেলেমেয়েদের ভর্তি নিতে চায় না। ৫. স্থানীয় স্কুলে আর ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার জায়গা নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)				১৫		

প্রশ্ন (ঙ) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৮. জনস্বাস্থ্য

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) গ্রাম পঞ্চায়েতে মাসের চতুর্থ শনিবারের স্বাস্থ্যসভা ২০১১-১২আর্থিক বছরে কীভাবে হয়েছে?	কটি মাসে সভা হয়েছে : কটি সভার রিপোর্ট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারি-ককে পাঠানো হয়েছে :	১২টি মাসেই সভা হয়েছে ও ১২টি সভার রিপোর্টই ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **৩,** ১২টি মাসেই সভা হয়েছে কিন্তু সবকটি সভার রিপোর্ট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে পাঠানো হয় নি এমন হলে **২,** ৮-১১টি মাসে সভা হয়েছে এমন হলে **১,** ৮টির কম মাসে সভা হয়েছে এমন হলে **০** এবং কোনো মাসেই সভা হয় নি এমন হলে **-২**	৩		১. সভা নিয়মিত হয় না। ২. সভায় কী নিয়ে আলোচনা করতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ৩. সভা নিয়মিত হয় কিন্তু কি রিপোর্ট পাঠাতে হবে জানা নেই। ৪. রিপোর্ট কেন পাঠাতে হবে তা জানা নেই। ৫. সভা হয়, কিন্তু রিপোর্ট কে লিখবেন জানা নেই, তাই রিপোর্ট হয় না। ৬. যে সব তথ্য রিপোর্টে আসা দরকার সেই সব তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. যে সব তথ্য রিপোর্টে আসা দরকার সেই সব তথ্য কীভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিত সভা ডাকেন, কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আই.সি.ডি.এস. থেকে কেউ আসেন না। ৯. স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আই.সি.ডি.এস.-এর রিপোর্ট মেলে না, তাই রিপোর্ট তৈরিও হয় না। ১০. রিপোর্ট পাঠিয়ে কোনো কাজ হয় না দেখে রিপোর্ট আর পাঠানো হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে কত শতাংশের ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? [= (২০১১-১২ আর্থিক বছরে ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশন হওয়া শিশুর সংখ্যা × ১০০) ÷ ২০১১-১২ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া মোট শিশুর সংখ্যা।]		৮০% বা তার বেশি হলে **৪,** ৬০-৭৯% হলে **৩,** ৫০-৫৯% হলে **২,** ৪০-৪৯% হলে **১,** ৪০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে মানুষের সচেতনতার অভাব আছে। ২. ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে মানুষের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. জন্মের অনেক দিন পরেও সহজেই রেজিস্ট্রেশন করানো যায় বলে ২১ দিনের মধ্যে করানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ৪. উপযুক্ত কর্মীর অভাবে রেজিস্ট্রেশন করাতে দেরি হয় বলে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (১) - (২) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কত শতাংশ শিশু হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়াই জন্মেছে? [=(২০১১-১২ আর্থিক বছরে হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়া জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা × ১০০) ÷ ২০১১-১২ আর্থিক বছরে জন্মানো মোট শিশুর সংখ্যা।]		০% হলে **৫**, ১-৫% হলে **৪**, ৬-১০% হলে **৩**, ১১-১৫% হলে **২**, ১৬-২০% হলে **১**, ২০%-এর বেশি হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব সবাইকে বোঝানো যায় নি। ৭. কাছাকাছি প্রসব করানোর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ৮. প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেগুলিতে সবসময় প্রচুর চাপ থাকে। ৯. এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কত শতাংশ শিশু ৬টি রোগের টিকার আওতায় এসেছে? [= (৩১শে মার্চ ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ১ বছরের বেশি ও ২ বছরের কম বয়সের যতগুলি শিশু ৬টি রোগের টিকা (বি.সি.জি., ডি.পি.টি., পোলিও, হাম) নিয়েছে × ১০০) ÷ ৩১শে মার্চ ২০১২ তারিখে ১ বছরের বেশি ও ২ বছরের কম বয়সের মোট শিশুসংখ্যা।]		৯৫-১০০% হলে **৫**, ৭৫-৯৪% হলে **৪**, ৫৫-৭৪% হলে **৩**, ৪০-৫৪% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১**, ২৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. টিকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মানুষের সচেতনতার অভাব আছে। ৭. টিকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মানুষ অনেক সময়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৮. ২-৩টি টিকার পর অনেকেই আর টিকা দেওয়াতে ভুলে যান। ৯. কাছাকাছি টিকা দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ১০. প্রতিষ্ঠান আছে, টিকা দেওয়া হয়/হচ্ছে না (দেবার লোকের অভাব, ওষুধের অভাব ইত্যাদি)। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) ২০১১-১২আর্থিক বছরে কত শতাংশ গর্ভবতী মা দুইটি টিটেনাস টিকা নিয়েছেন? [= (২০১১-১২ আর্থিক বছরে যতজন গর্ভবতী মা দুটি টিটেনাস টিকা নিয়েছেন × ১০০) ÷ ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা।]		৮৫-১০০% হলে ৪, ৭০-৮৪% হলে ৩, ৫৫-৬৯% হলে ২, ৪০-৫৪% হলে ১, ৩৯%-এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৪		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. টিকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের/পরিবারের সচেতনতার অভাব আছে। ৭. প্রথম টিকাটির পর অনেকেই দ্বিতীয়টি দেওয়াতে ভুলে যান। ৮. কাছাকাছি টিকা দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ৯. প্রতিষ্ঠান আছে, টিকা দেওয়া হয়/হচ্ছে না (দেবার লোকের অভাব, ওষুধের অভাব ইত্যাদি)। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (৩) - (৫) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কত শতাংশ মহিলা গর্ভাবস্থায় অন্তত ৩ বার ও সন্তান প্রসব হওয়ার পরে অন্তত ১ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন? [= (২০১১-১২ আর্থিক বছরে যতজন গর্ভবতী মহিলা এ ধরণের মোট ৪টি স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়েছেন × ১০০) ÷ ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মোট গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা।]		৯০-১০০% হলে **৪**, ৭০-৮৯% হলে **৩**, ৫০-৬৯% হলে **২**, ২৫-৪৯% হলে **১**, ২৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৪. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৫. কাছাকাছি এই পরিষেবা দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ৬. প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু এই পরিষেবা দেওয়া হয়/হচ্ছে না লোকের, ওষুধের অভাব ইত্যাদি)। ৭. স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারে মায়েদের/পরিবারের সচেতনতার অভাব আছে। ৮. কত বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয় সে সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল নন। ৯. গর্ভাবস্থায় যদিও বা পরীক্ষা হয়, প্রসব পরবর্তী পরীক্ষা প্রায় হয় না বললেই চলে। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ৩ ÷ ৫)			১৫		

(খ) পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) কত শতাংশ পরিবারকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেও পানীয় জল সংগ্রহ করতে ১০০ মিটারের বেশি যেতে হয় না?		১০০% হলে **৪**, ৯৫-৯৯% হলে **৩**, ৯০-৯৪% হলে **২**, ৮৫-৮৯% হলে **১**, ৮৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. সকল পরিবারের জন্য ১০০ মিটারের মধ্যে জলের উৎসের ব্যবস্থা করা যায়নি। ২. বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে অধিকাংশ জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ৩. এই অঞ্চলে জল জমিয়ে রাখার আধার নেই বললেই চলে। ৪. নলকূপ বসালে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ৫. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ পরিবার নলবাহিত জলের সুযোগ পাচ্ছেন?		৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নলবাহিত জলের ব্যবস্থা নেই। ২. অধিকাংশ সংসদ এলাকাতেই নলবাহিত জলের ব্যবস্থা নেই। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের নলবাহিত জলের সুযোগ বাড়ানোর ক্ষমতা নেই। ৪. পরিষেবার মূল্য দিয়ে বাড়িতে নলবাহিত জলের সংযোগ নিতে অনেকেই আগ্রহী হন না। ৫. রাস্তায় জলের ট্যাপে এত চাপ থাকে যে সকল পরিবার সেখান থেকে জল নিতে পারেন না। ৬. নলবাহিত জলের ব্যবস্থা মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তা পাওয়া যায়নি। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (৬) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ) - (১), (২) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে?		১০০% পরিবারে থাকলে **৪**, ৭০-৯৯% পরিবারে থাকলে **৩**, ৫০-৬৯% পরিবারে থাকলে **২**, ৩০-৪৯% পরিবারে থাকলে **১**, ৩০%-এর কম পরিবারে থাকলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ২. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় মানুষ আগ্রহী হন না। ৪. শৌচাগার নির্মাণের কাজ কীভাবে এগোনো যাবে তা জানা নেই। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) ২০১১-১২আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ নলকূপের/কুঁয়ার চাতাল বাঁধানো? [সাধারণের ব্যবহার্য নলকূপ বা কুঁয়ার হিসাবে ধরতে হবে, ব্যক্তিগত মালিকানার নলকূপ বা কুঁয়া নয়।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৯০-১০০% হলে **২**, ৮০-৮৯% হলে **১**, ৮০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. এই কাজ যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়নি। ৩. এই কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে এই কাজে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৫. চাতাল খুব তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায় তাই আর করা হচ্ছে না। ৬. সমস্ত চাতাল বাঁধানোর মত আর্থিক সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ জলের উৎসের পাশে জল শুকানোর গর্ত (সোক পিট) বা নিকাশি ব্যবস্থা আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৯০-১০০% হলে **২**, ৮০-৮৯% হলে **১**, ৮০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. এই কাজ যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়নি। ৩. এই কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে এই কাজে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৫. চাতাল, নালা ও সোক পিট সব জায়গায় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পুরস্কার পেয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ৪ না হলে ০	৪		১. গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের কোনো চাহিদা নেই। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু মানুষ তৈরি শৌচাগার ব্যবহার করেনা। ৩. কিছু মানুষ চিরাচরিত পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পছন্দ করেন। ৪. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। ৫. চাতাল, নালা ও সোক পিট সব জায়গায় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

প্রশ্ন (৩) - (৬) : শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হয়েছে? [= (১ এপ্রিল ২০১১ থেকে ৩১ মার্চ ২০১২ এই সময়ের মধ্যে ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হওয়া মেয়ের সংখ্যা × ১০০) ÷ ১ এপ্রিল ২০১১ থেকে ৩১শে মার্চ ২০১২ এই সময়ের মধ্যে বিয়ে হওয়া মোট মেয়ের সংখ্যা।]		০% হলে ৪, ১-৫% হলে ৩, ৬-১২% হলে ২, ১৩-২০% হলে ১, ২০%-এর বেশি হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৪		১. এই সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই ব্যাপারে বাধা দিলে গন্ডগোল হতে পারে, তাই পঞ্চায়েত কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে না। ৪. এই অঞ্চলে সাধারণ ভাবে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়, তাই পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপ করে কোনো ফল হয় না। ৫. এইরকম ঘটনা যে বেআইনি গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা নেই। ৬. ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের যে বিয়ে হওয়া উচিত নয় সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা এলাকার মানুষের নেই। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে যত শিশু জন্মেছে তার কত শতাংশের জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়েছে? [= (২০১১-১২ আর্থিক বছরে জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়েছে এমন শিশুর সংখ্যা × ১০০) ÷ ২০১১-১২ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা।]		৮০% বা তার বেশি হলে ৩, ৭০-৭৯% হলে ১, ৭০%-এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৩		১. জন্ম ওজন নেওয়ার উপকারিতা কী জানা নেই। ২. জন্ম ওজন কে নথীভুক্ত করবেন জানা নেই। ৩. হাসপাতাল/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়া জন্মানো শিশুদের কোথায় ওজন হবে জানা নেই। ৪. এই ওজন নেওয়ার দায়িত্ব যাদের তাঁরাও এই ধরণের জন্মের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান না। ৫. শিশুর জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয় না সংস্কারগত কারণে। ৬. বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের দেখার কথা, পঞ্চায়েত কিছু করতে পারে না। ৭. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সময় জন্ম ওজনের খবর গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে না। ৮. এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কী করণীয় জানা নেই। ৯. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে যে সমস্ত শিশু জন্মেছে তাদের কত শতাংশ চরম অপুষ্টিতে ভুগছে (ICDS-এর খাতায় লাল (Grade IV) ও কমলা (Grade III) শ্রেণিভুক্ত)? [= ২০১১-১২ আর্থিক বছরে যে সমস্ত শিশু জন্মেছে তাদের মধ্যে লাল (Grade IV) ও কমলা (Grade III) শ্রেণিভুক্ত শিশুর সংখ্যা × ১০০ ÷ ২০১১-১২ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া মোট শিশুর সংখ্যা।]		১০% বা তার কম হলে ৩, ১১-২০% হলে ১, ২০%-এর বেশি হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৩		১. এই সংক্রান্ত খবরে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. অপুষ্টি কমাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের খুব বেশি কিছু করার নেই বলে তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। ৩. দারিদ্রের কারণে অপুষ্টি এখানে খুব স্বাভাবিক ঘটনা, উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে সময় লাগবে। ৪. স্বল্প খরচে পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ৫. বিষয়টি আই.সি.ডি.এস.-এর দেখার কথা, পঞ্চায়েত কিছু করতে পারে না। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. এই অঞ্চলে আই.সি.ডি.এস.-এর পরিষেবা নিয়মিত নয়, তাই তথ্য জানা যায় না। ৮. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়মিত ওজন হয় না, তাই তথ্য জানা যায় না। ৯. সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়মিত ওজন হয় না, তাই সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য পাওয়া যায়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (১) - (৩) : নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে (BPL) আছে (গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী)? [= (বি.পি.এল. পরিবার × ১০০) ÷ মোট পরিবার।]		১০% বা তার কম হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১**, ৫০%-এর বেশি হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৫		১. এই অঞ্চল স্বভাবতই দারিদ্র পীড়িত, তাই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রচুর। ২. গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ভুলের জন্য অনেক পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে দেখানো হয়েছে। ৩. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৫. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ঠিক কী কী করা উচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা নেই। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে MGNREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে? [= ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ÷ কাজের দাবি জানিয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা।]		১০০ দিন বা তার বেশি হলে **৭**, ৯০-৯৯ দিন হলে **৬**, ৮০-৮৯ দিন হলে **৫**, ৭০-৭৯ দিন হলে **৪**, ৫০-৬৯ দিন হলে **৩**, ৪০-৪৯ দিন হলে **২**, ২০-৩৯ দিন হলে **১** এবং ২০ দিনের কম হলে **-২**	৭		১. এই প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. কোন কাজ করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলে বেশি কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. ব্লক থেকে টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য বেশি কাজ করা যায় নি। ৫. ব্লক থেকে স্কীম ভেটিং হয়ে আসতে দেরি হওয়ার জন্য বেশি কাজ করা যায় নি। ৬. কাজ চাওয়া পরিবারের সংখ্যা এত বেশি যে সমস্ত পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর দলের আওতাভুক্ত? [= (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যতগুলি স্বনির্ভর দল আছে তার সবকটির দরিদ্র মহিলা সদস্যাসংখ্যার যোগফল × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট দরিদ্র মহিলা।]		৮০% বা তার বেশি হলে **৬**, ৭০-৭৯% হলে **৫**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১**, ২৫%-এর কম হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে তথ্য না থাকলে **-২**	৬		১. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. অন্য কাজের চাপে স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৩. স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি ব্লক থেকে পরিচালিত হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ৪. ছমাস হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক দলের গ্রেডিং হয়নি বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদের উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৫. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক দল লাভজনক কাজ করতে পারছে না বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৬. এস.জি.এস.ওয়াই. নয় এমন কতগুলি দল গঠিত হয়েছে তার খবর গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. এস.জি.এস.ওয়াই নয় এমন দলগুলি পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কোনো সুযোগ পায় না বলে এই দল অনেক ভেঙ্গে গেছে। ৮. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (গ) : নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের সংঘ (Cluster) আছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) হ্যাঁ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করেছে (২) হ্যাঁ কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করে নি (৩) না	উত্তর (১) হলে **২**, উত্তর (২) হলে **১** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	২		১. সংঘ গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. অন্য কাজের চাপে সংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৩. সংঘ গঠনের বিষয়টি ব্লক থেকে পরিচালিত হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ৪. এলাকায় স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে তাদের সংঘ গঠন করা যায়নি। ৫. সংঘ আছে কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তাদের জন্য কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৬. জায়গা পাওয়া যায়নি বলে সংঘের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৭. সংঘের কার্যালয় তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিঃশর্ত তহবিল (CFC & SFC Untied fund) থেকে মোট কত শতাংশ টাকা ২০১১-১২ আর্থিক বছরে খরচ করা হয়েছে? [= (এইজন্য খরচ হওয়া টাকার পরিমাণ × ১০০) ÷ (CFC + SFC Untied fund)]		১৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১৪% হলে **৪**, ৭-৯% হলে **৩**, ৫-৬% হলে **২**, ২-৪% হলে **১** এবং ২%-এর কম হলে **০**	৫		১. মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. নিঃশর্ত তহবিল মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করার কথা কখনো ভাবা হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাহিদার কাছে এটি অগ্রাধিকার পায়নি। ৪. মহিলাদের, বিশেষ করে স্বনির্ভর দলগুলির, থেকে এরকম প্রস্তাব পাওয়া যায় নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৫)			১০		

প্রশ্ন (ঘ) : নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঙ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ চাষের জমি সেচের সুবিধা যুক্ত? [সেচযুক্ত অর্থে সব ধরণের সেচই ধরা যাবে। প্রয়োজনমতো জল বৃহৎ সেচ প্রকল্প, নদী বা বড় খাল থেকে পাম্প দিয়ে তোলা, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ (গুচ্ছ বা একক) পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে তোলা, কোন পুকুর, কুঁয়া বা খাল থেকে পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে (ডোঙা বা এই ধরণের কিছুর সাহায্যে) তোলা হলে সেই জমি সেচযুক্ত ধরা হবে।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৮০-১০০% হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৪০-৫৯% হলে **৩**, ২০-৩৯% হলে **২**, ৫-১৯% হলে **১**, ৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সার্বিক ভাবে সেচের সুযোগ ভালো নয়। ২. এই এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেচের উৎস নেই। ৩. সেচের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন, যা বহুদিন করা হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে চাষ-আবাদ ভালো হয়না, তাই সেচের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. এই অঞ্চলে গরিব চাষির সংখ্যাই বেশি, তাই তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৬. সেচের সুযোগ বাড়ানোর চেয়ে রাস্তাঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় দাবি বেশি থাকে বলে সেচের জন্য কোনো বিনিয়োগ করা হয় না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৪. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৫. অনেক সময়ে ভালো পরিকাঠামো আছে এমন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এইসব পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৬. অনেক সময়ে ভালো পরিকাঠামো আছে এমন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) : কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ), (গ): শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এইসব পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৬. অনেক সময়ে ভালো পরিকাঠামো আছে এমন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

১১. আবাসন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ পরিবার গৃহহীন? [রাস্তার পাশে বা নয়ানজুলিতে বা খাল বা নদীর পাড়ে (যেগুলি রাস্তা, খাল বা নদীর জমির অংশ) কেউ ঝুপড়িঘর করে থাকলে সেই পরিবারকে গৃহহীন বলেই ধরতে হবে। নিজের বা অনুমতি দখলের জমিতে একটি পরিবার যে কোনো ধরণের ঘর/বাড়ি করে থাকুক না কেন, তাদের গৃহ আছে বলে ধরতে হবে। বাড়ির অবস্থা অনুযায়ী সেই বাড়িকে (খ) প্রশ্নের আওতায় আনা যেতে পারে।]		০% হলে **১০**, ০.১-০.৫% হলে **৮**, ০.৬-১% হলে **৬**, ১.১-১.৫% হলে **৪**, ১.৬-২% হলে **২** এবং ২%-এর বেশি হলে **০**	১০		১. সমস্ত গৃহহীন পরিবারকে আবাসন প্রকল্পে ঘর দেওয়ার মত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ২. গৃহহীন পরিবারের হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ৩. অনেক গৃহহীন পরিবারের জমি নেই বলে তাঁদেরকে গৃহনির্মাণের টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। ৪. যে সমস্ত পরিবার প্রকৃতই গৃহহীন গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় P২ প্রশ্নে তাদের নম্বর ঠিক না থাকায় তাদেরকে গৃহনির্মাণের সহায়তা দেওয়া যাচ্ছে না। ৫. কিছু গৃহহীন পরিবার এত দুর্বল যে তাঁদের টাকা দিলেও ঘর করতে পারবেন না এই ভেবে গৃহনির্মাণের টাকা দেওয়া হয়নি। ৬. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যারা গৃহহীন তাঁদেরকে গৃহনির্মাণের টাকা না দিয়ে যাদের ঘর আছে তাঁদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন ১০. - (ঘ) : নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১১. - (ক) : শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১২. বিপর্যয় মোকাবিলা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের আগাম পরিকল্পনা তৈরি করেছে কি?		হ্যাঁ হলে **৫**, না হলে **০**	৫		১. এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৪. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৫. এই কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়, তাই এই পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েত করে না। ৬. এই গ্রাম পঞ্চায়েত যে ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় বলে পরিকল্পনা করে এর মোকাবিলা করা খুব কঠিন। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ সহায় পরিবারকে সহায় কর্মসূচির আওতায় এনে উপযুক্ত সহায়তা দেওয়া হয়েছে?	সহায় পরিবারের সংখ্যা : সহায় কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন পরিবারের সংখ্যা : কত শতাংশ পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে :	সহায় পরিবার না থাকলে বা ১০০% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **১০**, ৯০-৯৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৯**, ৮০-৮৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৮**, ৭০-৭৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৭**, ৬০-৬৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৬**, ৫০-৫৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৫**, ৪০-৪৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৪**, ২৫-৩৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **৩**, ১০-২৪% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **২**, ১-৯% সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এমন হলে **১** এবং কোনো সহায় পরিবারকে সহায়তা দেওয়া না হলে **-৫**	১০		১. সহায় কর্মসূচির কথা জানা নেই। ২. সহায় কর্মসূচির কাজ শুরু করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সহায় কর্মসূচির কাজ দীর্ঘ প্রক্রিয়াভিত্তিক হওয়ার কারণে কাজটি বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া যায়নি। ৪. যে যে পদ্ধতিগতভাবে সহায় কর্মসূচির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বাস্তবে তা রূপায়ণ করা খুবই দুরূহ। ৫. সহায়-বন্ধু নির্বাচন করা যায়নি। ৬. সহায়তার পরিমাণ হিসাবে মাথাপিছু সাত টাকা খুবই কম হওয়ায় কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়নি। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ থেকে সহায় কর্মসূচির জন্য অর্থ ব্যয় করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের কত শতাংশকে PROFLAL স্কীমের আওতায় আনা গেছে? [মোট ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কত শতাংশ এই স্কীমের আওতায় এসেছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।]		৮০-১০০% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১** এবং ২০%-এর কম হলে **০**	৪		১. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই তাই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ২. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই স্কীমের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৪. মেয়াদপূর্তির পর বা মেয়াদপূর্তির আগেই কেউ মারা গেলে টাকা পেতে অনেক দেরি হয় বলে অনেকে এই স্কীমের আওতায় আসতে চান না। ৫. এই স্কীমের জন্য বিশেষ কোনো কর্মচারী না থাকায় কেউ উৎসাহ দেখান না। ৬. SASPFUW স্কীম সুবিধাজনক হওয়ায় কৃষি শ্রমিকরাও ঐ স্কীমে নাম লিখিয়েছেন। ৭. এই স্কীম নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ১২ (ক) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১৩ (ক) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১৩ (খ) : কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) সমস্ত অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা পরিবারগুলি ২০১১-১২ আর্থিক বছরে প্রকল্পমান ও পরিমাণ অনুযায়ী খাদ্য পেয়েছেন কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) হ্যাঁ, অন্তত ১০% উপভোক্তার থেকে সরাসরি খবর নিয়ে (২) হ্যাঁ, অন্যভাবে চলতি ধারণা থেকে (৩) না বা এ সম্বন্ধে কিছু জানা নেই	উত্তর (১) হলে ৩, উত্তর (২) হলে ২ এবং উত্তর (৩) হলে ০	৩		১. সঠিক প্রকল্পমান বা পরিমাণ কী জানা নেই। ২. সঠিক মানের খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সঠিক মানের খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কোনো ফল হয়নি। ৪. সঠিক পরিমাণে খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. সঠিক পরিমাণে খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কোনো ফল হয়নি। ৬. সঠিক মানে বা পরিমাণে খাবার পান না কিন্তু এর বিহিত কীভাবে হবে জানা না থাকায় কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. বিষয়টি খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কর্তব্য ভেবে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই সংক্রান্ত খবর উপভোক্তার থেকে কখনো নেওয়া হয়নি। ৯. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে যতটুকু খবর আছে তাতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেল না। ১০. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের শেষ পর্যন্ত কত শতাংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো প্রকল্পে সুযোগসুবিধা দেওয়া গেছে? [মোট প্রতিবন্ধীর তুলনায় কতজন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তার ভিত্তিতে শতাংশ হিসাব করতে হবে।]		৮০-১০০% হলে ৩, ৫০-৭৯% হলে ২, ২০-৪৯% হলে ১, এবং ২০%-এর কম হলে ০	৩		১. প্রতিবন্ধীদের কোন প্রকল্পে কী ধরণের সুযোগ দেওয়া যাবে তা জানা নেই। ২. মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কত জানা না থাকায় এই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৩. প্রত্যেক বছর কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৪. বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৫. পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বেশ কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় যার পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে না তাই সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৬. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ৩ ÷ ৪)			১৫		

প্রশ্ন (গ): নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ) : কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নির্ধারিত অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদির আদায় ২০১০-১১ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?		৫০% বা তার বেশি বৃদ্ধি পেলে **৩**, ৩০-৪৯% বৃদ্ধি পেলে **২**, ১৫-২৯% বৃদ্ধি পেলে **১**, ১৫%-এর কম বৃদ্ধি পেলে **০** এবং ২০১০-১১ আর্থিক বছরের তুলনায় আদায় কমে গেলে **-২**	৩		১. এখনো উপবিধি তৈরি হয়নি। ২. উপবিধি হয়েছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীর ৯নং (বিভাগ ২ থেকে ৯) ফর্ম ব্যবহার করে নির্ধার তালিকা তৈরি হয়নি। ৩. অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব মতো আদায় হচ্ছে না। ৪. নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর, ফি আদায় হলেও তা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ৫. অভিকর, ফি প্রভৃতির আদায় বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ৬. কর আদায়কারীকে অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায়ের জন্য বলা হয়নি। ৭. সচিব ব্যস্ত থাকেন বলে অভিকর/ফি আদায় সম্ভব হয়নি। ৮. আদায়কারী নেই বা থাকলেও শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি ইত্যাদি কীভাবে আদায় করা হয়? ['কোনো কোনো ধারা' বলতে সংগ্রহযোগ্য মোট ধারার অন্ততঃ ৩০% ব্যবহার।]		সম্ভাব্য সব ধারা ব্যবহার করে আদায় করা হলে **২**, কোনো কোনো ধারা ব্যবহার করে আদায় করা হলে **১** এবং আদায় করা না হলে **০**	২		১. উপবিধি তৈরি হয়নি তাই অভিকর, ফি আদায়ে কোনো ধারা ব্যবহৃত হয় না। ২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে যে নমুনা উপবিধি সরবরাহ করা হয়েছিল সেটাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজের মত করে পরিবর্তন করে নেয়নি সেজন্য অনেক ধারা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ৩. উপবিধি অনুযায়ী ধারা ব্যবহার করায় অনেক অসুবিধা আছে, তাই সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। ৪. স্থানীয় চাপে অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. উপবিধি হয়েছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীর ৯নং (বিভাগ ২ থেকে ৯) ফর্ম ব্যবহার করে নির্ধার তালিকা তৈরি হয়নি। ৬. সমস্ত ধারা ব্যবহার করে অভিকর, ফি আদায়ে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরের ঘরে পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অনুমোদন ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে হলে **৩**, ১লা জানুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে **১**, ২৮শে ফেব্রুয়ারীর পরে হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিকল্পনা তৈরি না হলে **-২**	৩		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। ২. সেভাবে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা হয়নি, তাই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বলে কিছু নেই। ৩. পরিকল্পনা হয় কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাছ থেকে প্রস্তাব আসেনি বলে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। ৭. উপ-সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ৩১শে জানুয়ারী ২০১২ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরের ঘরে বাজেট অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		বাজেটের অনুমোদন ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে হলে **৩**, ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে **২**, ১লা মার্চ থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে হলে **১**, ৩১শে মার্চের পরে হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে বাজেট তৈরি না হলে **-৫**	৩		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে বাজেট তৈরি হয়নি। ২. বাজেট হয়েছে কিন্তু ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৪. আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে জানা যায়নি বলে বাজেট তৈরি করা যায়নি। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি থেকে কোনো প্রস্তাব আসেনি বলে বাজেট তৈরি করা যায়নি। ৭. উপ-সমিতিগুলি বাজেট তৈরি করে দেয়নি বলে কোনো বাজেট করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) বাজেট বহির্ভূত খরচ হয়ে থাকলে সেই অনুযায়ী ২০১১-১২ আর্থিক বছরের অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট (Supplementary and Revised Estimate) ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরের ঘরে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের অনুমোদন ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে বা বাজেট বহির্ভূত খরচ না হয়ে থাকলে **২**, ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যে হলে **১**, ১৫ই মার্চের পরে হলে **০** এবং বাজেট বহির্ভূত খরচ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম পঞ্চায়েতে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট তৈরি না হলে **-২**	২		১. বাজেটই করা হয় না, তাই বাজেট বর্হিভূত খরচের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট সাধারণ সভা ডেকে পাশ করাতে হবে এটা জানা ছিল না। ৩. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৪. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রে প্রধানের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৭. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল কিন্তু সেখানে পাশ হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে সবকটি কাজের অনুমোদন দেওয়ার আগে	(১) তা পরিকল্পনায় আছে কিনা দেখা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. পরিকল্পনায় আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. পরিকল্পনা নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজটি প্রয়োজনীয় হলে সেটি পরিকল্পনায় আছে কিনা তা দেখার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) বাজেটে সংস্থান আছে কিনা দেখা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো বাজেট তৈরি হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. বাজেটে আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. বাজেট নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. বাজেট তো আনুমানিক এই ভেবে আর দেখা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) কাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট আছে কিনা দেখা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরি হয় না, তাই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. প্ল্যান ও এস্টিমেট সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজ করাটাই বেশি প্রয়োজনীয় এই ধারণা থেকে কাজ হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী রেকর্ড ঠিক রাখার জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরি করা হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) অর্থের জোগান আছে কিনা দেখা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. বাজেট করা হয় না বলে অর্থের জোগান কোন সমস্যা হয় না। ২. অর্থের জোগান থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৪. প্রতি বছরের শেষে প্রায় সব খাতে অনেক টাকা থেকে যায় বলে অর্থের জোগান সমস্যা হবে না ধরে নেওয়া হয়। ৫. গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে মালপত্র কেনার টাকা বা মজুরি বা দুটোই দরকার পড়লে টাকা পাওয়ার পর মেটানো যেতে পারে ভেবে অর্থের জোগান দেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (১) - (৪) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) একটি প্রকল্পে টাকা পাওয়ার পর কাজ শুরু করতে কত দিন সময় লাগে? (MGNREGS, CFC ও SFC - এই তিনটি খাতে শেষ বরাদ্দ পাওয়ার যত দিন পরে কাজ শুরু হয়েছে তার গড়)		৭ দিনের কম লাগলে **২**, ৮-১৫ দিন লাগলে **১** এবং ১৫ দিনের বেশি লাগলে **০**	২		১. আগে থেকে পরিকল্পনা করা থাকে না বলে কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ২. কর্মচারীর অভাবের জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৩. কর্মচারীদের উদাসীনতার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৪. জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৫. টাকা আসার পর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় বলে কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৬. কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর স্থানীয় ব্যক্তিদের নানান আপত্তির জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের জন্য গ্রাম সংসদ ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা করা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. স্কীম ভিত্তিক অ্যাকশন প্ল্যান হয়, কিন্তু কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ৩. গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা কিভাবে করতে হবে জানা নেই। ৪. গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা করার মত লোকবল নেই। ৫. গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা করার কাজটি প্রচুর সময়সাধ্য। ৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে উপার্জনের সুযোগ তৈরি করে এমন কোনো সম্পদ তৈরী হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েত এই ধরণের কোনো আয়ের উৎস তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। ২. অত্যন্ত কম পরিমাণ নিজস্ব আয় দিয়ে এই ধরণের উৎস তৈরি করা যায় না ৩. এই ধরণের সম্পদ তৈরি হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না বলে গ্রাম পঞ্চায়েত এই ধরণের সম্পদ তৈরি করতে আগ্রহী হয়না ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন ১৫ - (ঙ), (চ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১৬ - (ক) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব (Tax Revenue)	(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মাথাপিছু কর সংগ্রহ কত ছিল? [= মোট সংগৃহীত কর ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০১১)]		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ১২ টাকা বা তার বেশি হলে **৭**, ১০ টাকা থেকে ১১ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৬**, ৮ টাকা থেকে ৯ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৫**, ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৪**, ৫ টাকা থেকে ৫ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৩**, ৪ টাকা থেকে ৪ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **২**, ৩ টাকা থেকে ৩ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **১**, এবং ৩ টাকার কম হলে **০**	৭		১. রাজনৈতিক কারণে কর সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. নির্ধার তালিকায় করের পরিমাণ অনেক কম দেখানো আছে, তাই সংগ্রহও কম হয়। ৩. এই এলাকায় অধিকাংশ গরিব মানুষের বাস, তাই কর আদায় বিশেষ হয় না। ৪. যাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন তাঁরাই কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. করের টাকা কীভাবে খরচ করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ৯. কর আদায়কারীর উদ্যোগের অভাব আছে। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের কর সংগ্রহ ২০১০-১১ আর্থিক বছরের কর সংগ্রহের তুলনায় কত শতাংশ বেশি? [= {(২০১১-১২ আর্থিক বছরে সংগৃহীত কর – ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সংগৃহীত কর) × ১০০} ÷ ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সংগৃহীত কর।]		বৃদ্ধি ৩০% বা তার বেশি হলে **১০**, ২৭-২৯% হলে **৯**, ২৪-২৬% হলে **৮**, ২১-২৩% হলে **৭**, ১৮-২০% হলে **৬**, ১৫-১৭% হলে **৫**, ১২-১৪% হলে **৪**, ৯-১১% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১**, ৩%-এর কম হলে **০** এবং তার আগের বছরের তুলনায় কমে গেলে **-২**	১০		১. রাজনৈতিক কারণে কর সংগ্রহ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. কর সংগ্রহের পরিমাণ এখানে আগেই খুব ভালো ছিল, তাই বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৩. এই এলাকায় অধিকাংশ গরিব মানুষের বাস, তাই মানবিক কারণে কর সংগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় না। ৪. করের টাকা কীভাবে খরচ করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৬. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন বলে কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৭. কর আদায়কারীর উদ্যোগের অভাবের জন্য কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

প্রশ্ন (খ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব (Tax Revenue)	(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে নির্ধারিত করের (Assess-ment) কত শতাংশ সংগৃহীত হয়েছিল? [= (সংগৃহীত কর × ১০০) ÷ নির্ধারিত কর। কর আদায়ের জন্য কমিশন বা অন্য খরচ এখানে বাদ দিতে হবে না।]		১০০% সংগৃহীত হলে **১৩**, ৯৫-৯৯% সংগৃহীত হলে **১২**, ৯০-৯৪% সংগৃহীত হলে **১১**, ৮০-৮৯% সংগৃহীত হলে **১০**, ৭০-৭৯% সংগৃহীত হলে **৯**, ৬০-৬৯% সংগৃহীত হলে **৮**, ৫০-৫৯% সংগৃহীত হলে **৭**, ৪০-৪৯% সংগৃহীত হলে **৬**, ৩০-৩৯% সংগৃহীত হলে **৫**, ২৫-২৯% সংগৃহীত হলে **৪**, ২০-২৪% সংগৃহীত হলে **৩**, ১৫-১৯% সংগৃহীত হলে **২**, ১০-১৪% সংগৃহীত হলে **০** এবং ১০%-এর কম সংগৃহীত হলে **-২**	১৩		১. রাজনৈতিক কারণে কর সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. নির্ধার তালিকায় করের পরিমাণ বেশি দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৩. এই এলাকায় অধিকাংশ গরিব মানুষের বাস, তাই কর আদায় বিশেষ হয় না। ৪. যারা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সুযোগ-সুবিধা পান তাঁরাই কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. করের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিত ভেবে অনেকে কর দিতে উৎসাহী হন না। ৯. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ১০. কর আদায়কারীর উদ্যোগের অভাব আছে। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) কর বহির্ভূত অন্যান্য খাতে সংগৃহীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)	(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মাথাপিছু অ-কর সংগ্রহ কত ছিল? [= মোট সংগৃহীত অ-কর ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০১১)]		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ১২ টাকা বা তার বেশি হলে **৭**, ১০ টাকা থেকে ১১ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৬**, ৮ টাকা থেকে ৯ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৫**, ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৪**, ৫ টাকা থেকে ৫ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৩**, ৪ টাকা থেকে ৪ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **২**, ৩ টাকা থেকে ৩ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **১**, এবং ৩ টাকার কম হলে **০**	৭		১. অ-কর সংগ্রহের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয় নি। ২. অ-কর সংগ্রহের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. রাজনৈতিক কারণে ব্যবসা নিবন্ধীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ৪. উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না। ৫. স্থানীয় চাপে উপবিধির অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৬. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিত ভেবে অনেকে টাকা দিতে উৎসাহী হন না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে পুকুর বেশি নেই বলে সেখান থেকে রাজস্ব বেশি আদায় হয় না। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুব বেশি গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি বলে গাছ বিক্রী থেকে রাজস্ব বেশি আদায় হয় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (খ) - (৩) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (গ) - (১) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) কর বহির্ভূত অন্যান্য খাতে সংগৃহীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)	(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের অ-কর সংগ্রহ ২০১০-১১ আর্থিক বছরের অ-কর সংগ্রহের তুলনায় কত শতাংশ বেশি? [= {(২০১১-১২ আর্থিক বছরে সংগৃহীত অ-কর – ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সংগৃহীত অ-কর) × ১০০} ÷ ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সংগৃহীত অ-কর।]		বৃদ্ধি ৩০% বা তার বেশি হলে **১০**, ২৭-২৯% হলে **৯**, ২৪-২৬% হলে **৮**, ২১-২৩% হলে **৭**, ১৮-২০% হলে **৬**, ১৫-১৭% হলে **৫**, ১২-১৪% হলে **৪**, ৯-১১% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১**, ৩%-এর কম হলে **০** এবং তার আগের বছরের তুলনায় কমে গেলে **-২**	১০		১. উপবিধি তৈরি হয়নি। ২. নির্ধার তালিকা তৈরি হয়নি। ৩. নির্ধার তালিকা তৈরি হলেও সেই অনুযায়ী সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. রাজনৈতিক কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৫. এলাকার মানুষের দারিদ্রের কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৬. গত বছর আদায় ভালোই ছিল তাই এ বছর বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৭. সংগৃহীত অ-করের টাকার খরচ সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. কর আদায়কারীকে অভিকর/ফি আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ৯. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ১০. সচিব ব্যস্ত থাকেন বলে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আদায় হয় না। ১১. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ১২. আয়বর্ধক সম্পদ কাজে লাগিয়ে (লীজ দিয়ে বা গাছ লাগিয়ে) আয় বাড়ানোর উদ্যোগ কম। ১৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে সমস্ত পুকুর আছে সেখান থেকে আয় বাড়ানোর সুযোগ নেই। ১৪. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুব বেশি গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি বলে সেখান থেকে আয় বাড়ে না। ১৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে নির্ধারিত অ-করের (Assessment) কত শতাংশ সংগৃহীত হয়েছিল? [= (সংগৃহীত অ-কর × ১০০) ÷ নির্ধারিত অ-কর। অ-কর আদায়ের জন্য কমিশন বা অন্য খরচ এখানে বাদ দিতে হবে না।]	12	১০০% সংগৃহীত হলে **১২**, ৯৫-৯৯% সংগৃহীত হলে **১১**, ৯০-৯৪% সংগৃহীত হলে **১০**, ৮০-৮৯% সংগৃহীত হলে **৯**, ৭০-৭৯% সংগৃহীত হলে **৮**, ৬০-৬৯% সংগৃহীত হলে **৭**, ৫০-৫৯% সংগৃহীত হলে **৬**, ৪০-৪৯% সংগৃহীত হলে **৫**, ৩০-৩৯% সংগৃহীত হলে **৪**, ২৫-২৯% সংগৃহীত হলে **৩**, ২০-২৪% সংগৃহীত হলে **২**, ১৫-১৯% সংগৃহীত হলে **১**, ১০-১৪% সংগৃহীত হলে **০** এবং ১০%-এর কম সংগৃহীত হলে বা অ-করের নির্ধার তালিকা তৈরি না হলে **-২**	১২		১. অ-করের নির্ধার তালিকা তৈরি করতে হবে জানা ছিল না। ২. অ-করের নির্ধার তালিকা তৈরি করা হয় নি। ৩. নির্ধার তালিকায় অ-করের পরিমাণ বেশি দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৪. যারা গ্রাম পঞ্চায়েতে নিবন্ধীকরণ করাতে আসেন তাঁদের কাছ থেকেই আদায় কর হয়, যাঁরা আসেন না তাঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. অভিকর, ফি প্রভৃতি না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে এগুলি দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য কাজের চাপে নির্ধার তালিকা অনুযায়ী আদায় করা সম্ভব হয় না। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বা আদায়কারীকেও এই কাজটি করতে বলা হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				৬০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)				২০		

প্রশ্ন (২), (৩) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		আজ বা গতকাল হলে **৫**, গত ২-৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, গত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, গত ৮-১০ দিনের মধ্যে হলে **২**, গত ১১-১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং ১৫ দিনেরও আগে হলে **০**	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই লেখার রেওয়াজ নেই। ২. ক্যাশবই লেখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে আছেন, তাই নিয়মিত লেখা হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক ক্যাশবই লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক ক্যাশবই লেখার সময় হয়না, তাই লেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে) [সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই একাধিক হবে এবং সামগ্রিক অবস্থানের ভিত্তিতেই নম্বর দিতে হবে। যদি একটি সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই ৩ দিনের মধ্যে লেখা হয় এবং আর একটি ১০ দিনের মধ্যে, তাহলে ১০ দিন ধরে ২ নম্বর পাওয়া যাবে।]		আজ বা গতকাল হলে **৫**, গত ২-৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, গত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, গত ৮-১০ দিনের মধ্যে হলে **২**, গত ১১-১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং ১৫ দিনেরও আগে হলে **০**	৫		১. নিয়মিত সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার রেওয়াজ নেই। ২. সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে আছেন, তাই নিয়মিত লেখা হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার সময় হয়না, তাই লেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) Gram Panchayat Management System (GPMS) চালু হয়েছে কি এবং কী অবস্থায় আছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) চালু হয়েছে এবং অবস্থা সন্তোষজনক (২) চালু হয়েছে কিন্তু অবস্থা সন্তোষজনক নয় (৩) চালু হয়নি	উত্তর (১) হলে **৫**, উত্তর (২) হলে **২** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	৫		১. এই সফট্ওয়্যার কীভাবে পাওয়া যাবে জানা নেই। ২. সফট্ওয়্যারটি লাগানো হয়েছিল কিন্তু কর্মচারীরা এটি ব্যবহার করতে চান না। ৩. প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর অনেকদিন ব্যবহার না হওয়ায় কর্মচারীরা ঠিক সড়গড় হয়ে উঠতে পারেননি। ৪. সফট্ওয়্যার ব্যবহারে সমস্যা হলে সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই বলে ব্যবহার করা হয় না। ৫. সফটওয়্যার ব্যবহারে কাজ বেড়েই যাবে কমবে না এই ধারণা থেকে ব্যবহার করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ২ ÷ ৩)			১০		

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৮. নিরীক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. নিরীক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচিন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ৩১শে মার্চ ২০১২ তারিখে কতগুলি অডিট প্যারার কোনোরকম উত্তর দিতে বাকি ছিল? (উত্তরের ঘরে যে ক'টি অডিট প্যারার উত্তর দিতে বাকি ছিল সেই সংখ্যাটি লিখুন)		কোনো প্যারার উত্তর দিতে বাকি ছিল না এমন হলে **৬**, অর্ধেকের কম উত্তর দিতে বাকি থাকলে **৩**, অর্ধেকের বেশি উত্তর দিতে বাকি থাকলে **১** এবং একটিও উত্তর দেওয়া না হলে **-২**	৬		১. অডিট প্যারার উত্তর দেওয়ার কোনো গুরুত্ব আছে বলে ভাবা হয়নি। ২. অডিট প্যারার উত্তর কীভাবে দিতে হবে জানা নেই। ৩. অডিট প্যারার সংখ্যা অনেক তাই সবকটির উত্তর দেওয়া যায়নি। ৪. অনেকগুলি অডিট প্যারারই কোনো সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৫. অনেকগুলি অডিট প্যারা ভালো করে বোঝা যায় নি তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৬. উত্তর দিলে আগের পদাধিকারী/কর্মচারীরা অসুবিধায় পড়তে পারেন ভেবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৭. উদ্যোগের অভাবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য কাজের চাপে উত্তর দেওয়া যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) শেষ বিধিবদ্ধ (ELA) নিরীক্ষার প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা কীভাবে নেওয়া হয়েছে?		সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হলে **৫**, কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **৩**, সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **১** এবং কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে **-২**	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কি করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরি হয়ে যায়। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৭. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (গ): অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৮. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা করা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচিন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা কীভাবে নেওয়া হয়েছে?		সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হলে **৫**, কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **৩**, সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **১** এবং কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে **-২**	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কি করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরি হয়ে যায়। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৭. কিছু প্রশ্ন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হলে অনেক কাজ বেড়ে যায় বলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

প্রশ্ন (ঘ), (ঙ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মোট প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)।	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯৫-১০০% হলে **২০**, ৯০-৯৪% হলে **১৮**, ৮৫-৮৯% হলে **১৬**, ৮০-৮৪% হলে **১৪**, ৭৫-৭৯% হলে **১২**, ৭০-৭৪% হলে **১০**, ৬৫-৬৯% হলে **৮**, ৬০-৬৪% হলে **৬**, ৫৫-৫৯% হলে **৪**, ৫০-৫৪% হলে **২**, ৪০-৪৯% হলে **০** এবং ৪০%-এর কম হলে **-২**	২০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১০. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ শুরু করা যায়নি, তাই বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে MGNREGS প্রকল্পে প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)।	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯৫-১০০% হলে **১০**, ৯০-৯৪% হলে **৯**, ৮৫-৮৯% হলে **৮**, ৮০-৮৪% হলে **৭**, ৭৫-৭৯% হলে **৬**, ৭০-৭৪% হলে **৫**, ৬৫-৬৯% হলে **৪**, ৬০-৬৪% হলে **৩**, ৫৫-৫৯% হলে **২**, ৫০-৫৪% হলে **১**, ৪০-৪৯% হলে **০** এবং ৪০%-এর কম হলে **-২**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১০. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ শুরু করা যায়নি, তাই বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯৫-১০০% হলে **৮**, ৮৫-৯৪% হলে **৭**, ৭৫-৮৪% হলে **৬**, ৬৫-৭৪% হলে **৫**, ৫৫-৬৪% হলে **৪**, ৪৫-৫৪% হলে **৩**, ৩৫-৪৪% হলে **২** ৩০-৩৪%হলে **১** ২৫-২৯% হলে ০ এবং ২৫%-এর কম হলে **-২**	৮		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট প্রাপ্ত অর্থ + প্রারম্ভিক স্থিতি)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯৫-১০০% হলে **৮**, ৮৫-৯৪% হলে **৭**, ৭৫-৮৪% হলে **৬**, ৬৫-৭৪% হলে **৫**, ৫৫-৬৪% হলে **৪**, ৪৫-৫৪% হলে **৩**, ৩৫-৪৪% হলে **২** ৩০-৩৪%হলে **১** ২৫-২৯% হলে ০ এবং ২৫%-এর কম হলে **-২**	৮		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [= (নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (মোট নিজস্ব তহবিল + নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি)।	মোট নিজস্ব তহবিল (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ): নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ব্যয়: নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয়:	৭৫-১০০% হলে **১০**, ৭০-৭৪% হলে **৯**, ৬৫-৬৯% হলে **৮**, ৬০-৬৪% হলে **৭**, ৫৫-৫৯% হলে **৬**, ৫০-৫৪% হলে **৫**, ৪৫-৪৯% হলে **৪**, ৪০-৪৪% হলে **৩**, ৩৫-৩৯% হলে **২**, ৩০-৩৪% হলে **১**, ২৫-২৯% হলে **০** এবং ২৫%-এর কম হলে **-২**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. নিজস্ব তহবিলের বেশির ভাগ টাকাই বছরের শেষ দিকে সংগৃহীত হয়েছে তাই বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. নিজস্ব তহবিল সম্ভাব্য খরচের জন্য ধরে রাখা থাকে তাই বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. নিজস্ব তহবিলের টাকা দীর্ঘমেয়াদী আমানত করে রাখলে লাভ হবে বলে ব্যবহার করা হয়নি। ৭. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৮. জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের অভাবে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৯. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে?	অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১০%-এর কম হলে **৪**, ১০-১৪% হলে **৩**, ১৫-১৯% হলে **২**, ২০-২৪% হলে **১**, ২৫-৪৯% হলে **০**, এবং ৫০% বা তার বেশি হলে **-২**	৪		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয় এবং তার জন্য নিজস্ব তহবিল ছাড়া অন্য কোনো উৎস নেই। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ কম, তাই শতাংশের হিসাবে অফিস পরিচালনায় ব্যয় বেশি। ৩. সদস্যদের দাবিতে বিভিন্ন সভায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৪. কর্মচারীদের দাবিতে যাতায়াত ভাতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৫. অফিস পরিচালনা ছাড়া অন্য কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়েছে?	অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	৫০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৪৫-৪৯% হলে **৪**, ৪০-৪৪% হলে **৩**, ৩০-৩৯% হলে **২**, ২০-২৯% হলে **১** এবং ২০%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচিতে বেশি ব্যয় করা যায়নি। ৩. কী ধরণের কর্মসূচিতে ব্যয় করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা নেই। ৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচিতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৫. নিজস্ব তহবিল খরচ না করে ধরে রাখা হয় বলে উন্নয়নের কাজে বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঙ) - (ছ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে?	নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশি হলে **৫**, ১৩-১৫% হলে **৪**, ৯-১২% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১** এবং ৩%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে বেশি ব্যয় করা যায়নি। ৩. নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবিতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ২০১১ - ১২ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিল থেকে উল্লিখিত কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হয়েছে কি? (যেটি বা যেগুলি করা হয়েছে সেটির বা সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	১. দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিদের ভাতা বা খাবার দেওয়া ২. অপুষ্ট শিশু / গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ৩. দরিদ্র ব্যক্তিদের ওষুধ/শীতবস্ত্র কিনে দেওয়া ৪. মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া ৫. গ্রামীণ শিল্পীদের সহায়তা দেওয়া ৬. বিদ্যালয় / শিশু শিক্ষা কেন্দ্র / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র / উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ বা উন্নীতকরণ ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -	সাত রকমের মধ্যে যে কোনো পাঁচ রকমের কাজ করলে **৫**, চার রকমের কাজ করলে **৪**, তিন রকমের কাজ করলে **৩**, দুই রকমের কাজ করলে **২**, এক রকমের কাজ করলে **১** এবং কোনোরকম কাজ না করলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এতই কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য এই সব কাজ করা যায়নি। ৩. এই সব কাজ করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. এই সব কাজ কীভাবে করা হবে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। ৫. মানুষের দাবিতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৭৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৫)			১৫		

প্রশ্ন (জ) - (ঝ) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

২০. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়েছে?

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে (MGNREGS, CFC ও SFC – এই তিনটি খাতে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে প্রথম যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ও তার সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানোর মধ্যের সময়ের গড়)		তিনটি প্রকল্পের গড় সময়ের ব্যবধান ৩ মাস বা তার কম হলে **৭**, ৩ মাসের বেশি কিন্তু ৪ মাস বা তার কম হলে **৩**, ৪ মাসের বেশি কিন্তু ৬ মাস বা তার কম হলে **১** এবং ৬ মাসের বেশি হলে **০**	৭		১. কাজ শুরু হতে দেরি হয়েছে তাই কাজ শেষ করে শংসাপত্র পাঠাতেও দেরি হয়েছে। ২. কাজ ঠিক সময়ে শুরু হলেও শেষ হতে দেরি হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৩. কাজ শেষ করার পর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৪. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরি হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠে নি। ৬. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে (২০১১-১২ আর্থিক বছরে প্রথম যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল তার কত দিন পরে)		২০১১-১২ আর্থিক বছরে প্রথম যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যেই পাঠানো হলে **৩**, তা শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে পাঠানো হলে **২**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **১**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে **০** এবং কখনই না পাঠানো হলে **-২**	৩		১. প্রশাসনিক ব্যয়ের শংসাপত্র পাঠাতে হয় জানা ছিল না। ২. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠেনি। ৪. দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়ের কিছু টাকা ধরে রাখা ছিল বলে শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৫. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন ২০. (ক) - (১), (২) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি কখন পাঠিয়েছেন?

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন		৩১শে মে ২০১২ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ২. এই ধরণের প্রতিবেদন ব্লক থেকে কখনো চাওয়া হয়নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৩. ৩১শে মে তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের জমা খরচের বার্ষিক বিবরণী (২৭ নং ফর্ম)		৭ই মে ২০১২ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া হলে **২**, না হলে **০**	২		১. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ২. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৩. এই ধরণের প্রতিবেদন ব্লক থেকে কখনো চাওয়া হয়নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৪. ৭ই মে তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) MGNREGS, CFC ও SFC প্রকল্পের ২০১১ সালের মার্চ মাসের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন		তিনটি প্রকল্পের মধ্যে যে কটির মার্চ মাসের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ১০ই এপ্রিল ২০১২ তারিখের মধ্যে ব্লকে পাঠানো হয়েছে সেই সংখ্যা × ২	৬		১. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ২. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৩. এই ধরণের প্রতিবেদন ব্লক থেকে কখনো চাওয়া হয়নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৪. ৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (খ) - (১), (২), (৩) : অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

২১. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বনসৃজন সম্ভব এমন জায়গার কত শতাংশ এলাকায় বনসৃজন করা হয়েছে (৩১শে মার্চ ২০১২ তারিখ পর্যন্ত)?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২**, ৫০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	১০		১. বনসৃজনে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২. বিভিন্ন দপ্তর থেকে বনসৃজন করা হয়েছে, তার সামগ্রিক হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৩. বনসৃজন করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক গাছ মারা গেছে। ৪. বনসৃজন করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক গাছ গরু-ছাগলে খেয়ে নিয়েছে। ৫. বনসৃজন করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক গাছ চুরি হয়ে গেছে। ৬. এলাকায় পর্যাপ্ত নার্সারি নেই বলে বনসৃজন বেশি হয়নি। ৭. পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যে সময়ে চারাগাছ পাওয়া যায় সেই সময়ে লাগালে গাছ বাঁচে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) কত শতাংশ নলকূপ/কুঁয়া/পুকুর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়?		০-১০% হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশি হলে **০**	৫		১. এই এলাকা সাধারণত খরাপ্রবণ, তাই স্বাভাবিক ভাবেই শুকিয়ে যায়। ২. এই এলাকার জলাশয়গুলির সংস্কার প্রয়োজন, যা অনেকদিন করা হয়নি। ৩. এই এলাকায় অনেক নলকূপের সংস্কার প্রয়োজন, যা অনেকদিন করা হয়নি। ৪. বনসৃজন কম হয়েছে বলে জলের উৎসগুলি শুকিয়ে যায়। ৫. চাষের কাজে গুচ্ছ/গভীর নলকূপগুলি থেকে জল তোলার জন্য গ্রীষ্মকালে জলস্তর নেমে যায়। ৬. এই সব ব্যাপারে কিছু করা হয়নি, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) কত শতাংশ এলাকায় ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়নি? [= (যত একর জমি এখন ভূমিক্ষয়প্রবণ × ১০০) ÷ যত একর জমি ২০০০ সালে ভূমিক্ষয়প্রবণ ছিল।]		০-১০% হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশি হলে **০**	৫		১. ভূমিক্ষয় রোধ করার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. কীভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করা যাবে জানা নেই। ৩. এ ব্যাপারে কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে জানা নেই। ৪. যে হারে ভূমিক্ষয় হচ্ছে, তার প্রতিকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমিত ক্ষমতার বাইরে। ৫. বনসৃজন কম হয়েছে বলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়নি। ৬. এলাকায় বহু ছাগল চাষ করার ফলে ভূমিক্ষয় বেড়ে যাচ্ছে, প্রতিকার কিছু জানা নেই। ৭. ভূমিক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে কিছু করা হয়নি, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

প্রশ্ন (ক) - (গ) : কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

সামগ্রিক

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			
১. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ	(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০১১)	১৫	
	(খ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকারিতা	৫	
২. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ	(ক) কোন কোন উপ-সমিতি ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের বাজেট ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর মধ্যে তৈরি করে জমা দিয়েছে?	৫	
	(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতির সভা বিষয়ক	২০	
৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা		২০	
৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা		৮	
৫. গ্রাম পঞ্চায়েত তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা	(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত	৮	
	(খ) সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে নীচের তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি?	৭	
	(গ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত	২	
৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের স্বচ্ছতা		১০	
৭. শিক্ষা		১৫	
৮. জনস্বাস্থ্য	(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা	১৫	
	(খ) পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা	১০	
	(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন	১০	
৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী		১০	
১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন		১০	
১১. আবাসন		১০	
১২. বিপর্যয় মোকাবিলা		৫	
১৩. সামাজিক নিরাপত্তা		১৫	
মোট (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা)		**২০০**	

পরের পাতায়.....

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

সামগ্রিক (চলছে)

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার			
১৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি		৫	
১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট		১০	
১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ		২০	
১৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা		১০	
১৮. নিরীক্ষা		১০	
১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার		১৫	
২০. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়েছে?	১০	
	(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি কখন পাঠিয়েছেন?	১০	
২১. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার		১০	
মোট (সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার)		**১০০**	
সর্বমোট		**৩০০**	
প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর (= সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)		**১০০**	

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

উপ-সমিতির সঞ্চালক ও প্রধানের মতামত

উপ-সমিতি	যে প্রশ্নগুলি ঐ উপ-সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত	উপ-সমিতির সভার তারিখ ও সঞ্চালকের স্বাক্ষর
অর্থ ও পরিকল্পনা	১.(ক): (১) - (৬), ১.(খ), ২.(ক), ২.(খ), ৩.(ছ)-(ঞ) ৩.(ঢ), ৪.(ক) - ৪.(ঘ), ৪.(চ) - ৪.(জ), ৫.(ক): (১) - (২), ৫.(খ), ৫.(গ) - (১) - (২), ৬.(ক) - (ছ), ৯.(ক) - ৯.(খ), ৯.(ঙ), ১২.(ক), ১৩.(ক), ১৩.(গ), ১৪.(ক), ১৪.(খ), ১৫.(ক) - ১৫.(চ), ১৬.(ক) - (গ), ১৭.(ক) - ১৭.(গ), ১৮.(ক) - ১৮.(ঙ), ১৯.(ক) - ১৯.(ঝ), ২০.(ক)-(খ)	..... তারিখে উপ-সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। ..... সঞ্চালকের স্বাক্ষর
কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	১০.(ক), ১০.(ঘ), ১৩.(খ), ১৩.(ঘ), ২১.(ক) - ২১.(গ)	..... তারিখে উপ-সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। ..... সঞ্চালকের স্বাক্ষর
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	৩.(ঘ) - (ঙ) ৩.(ঠ) - (ড), ৪. (ঙ), ৭.(ক) - ৭.(ঙ), ৮.(ক): (১) - (৬), ৮.(খ): (১) - (৬), ১০.(খ) - ১০.(গ)	..... তারিখে উপ-সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। ..... সঞ্চালকের স্বাক্ষর
নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ	৮.(গ), ৯.(গ) - ৯.(ঘ), ১০.(ঘ), ১৩.(গ)	..... তারিখে উপ-সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। ..... সঞ্চালকের স্বাক্ষর
শিল্প ও পরিকাঠামো	৩.(ক) - ৩.(গ), ৩.(চ), ৩.(ট), ৩.(ঞ), ১১	..... তারিখে উপ-সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। ..... সঞ্চালকের স্বাক্ষর

স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে পাঁচটি উপ-সমিতির দেওয়া উত্তর ও নম্বরগুলির উপরে ..... তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধিত সাধারণ সভায় সকলে মিলে আলোচনা করে ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

.....

প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন আপনাদের। এটিকে নিজেদের পছন্দমত করে তৈরি করতে মতামত দিন।

(১) ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে নতুন যে যে প্রশ্নগুলি ঢোকানো প্রয়োজন	
(২) ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন	
(৩) ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নে পরিবর্তন করা প্রয়োজন (কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন উল্লেখ করুন)	

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১১-১২)

২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতা

(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাফল্য :	সাফল্যের কারণ :
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যর্থতা :	ব্যর্থতার কারণ :